পক্ষাঘাত বার্তা

সিআরপি'র একটি নিয়মিত প্রকাশনা

পক্ষাঘাতগ্রস্তদের পুনর্বাসন কেন্দ্র (সিআরপি)

CRP
Centre for the Rehabilitation of the Paralysed

হেড অফিসঃ সিআরপি- চাপাইন, সাভার, ঢাকা-১৩৪৩, বাংলাদেশ
ফোনঃ +৮৮০ ২ ৭৭৪৫৪৬৪-৫, ফ্যাক্সঃ +৮৮০ ২ ৭৭৪৫০৬৯
ই-মেইলঃ contact@crp-bangladesh.org
ওয়েবঃ www.crp-bangladesh.org

পক্ষাঘাত বার্তা

সিআরপি'র একটি নিয়মিত প্রকাশনা

৫১ তম সংখ্যা "নিরাপদ কর্মক্ষেত্র মেরুরজ্জুতে আঘাতের ঝুঁকি কমায়" ২০১৬

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা

ভেলেরী অ্যান টেইলর

মোঃ শফিক-উল ইসলাম

সম্পাদনা পরিষদ

মোঃ সোহরাব হোসেন

মোঃ মাসুদ রানা

কানিজ ফাতেমা

রোখসানা পারভিন

প্রচ্ছদ ও অলংকরন

মোঃ জাকারিয়া হোসাইন

কম্পিউটার কম্পোজ

সৈয়দা ফাহমিদা মালেক

রোখসানা পারভিন

শুভেচ্ছা মূল্যঃ দশ টাকা

যোগাযোগের ঠিকানা

পক্ষাঘাতগ্রস্তদের পুনর্বাসন কেন্দ্র-সিআরপি

পোঃ সিআরপি-চাপাইন, সাভার, ঢাকা-১৩৪৩

ফোনঃ ৭৭৪৫৪৬৪-৫, ফ্যাক্সঃ ৭৭৪৫০৬৯

ই-মেইলঃ publications@crp-bangladesh.org

ওয়েবসাইটঃ www.crp-bangladesh.org

⌘ সূচি পত্র ⌘

সম্পাদকীয়	২
নিরাপদ কর্মক্ষেত্র মানসম্মত কাজের পূর্বশর্ত	৩
নিরাপদ কর্মক্ষেত্র এবং মেরুরজ্জুতে আঘাত	৩
কর্ম+নিরাপত্তা = কর্ম নিরাপত্তা	৪
বিষন্নতা নিয়ে জীবনযাপন	৪
আবিদা কথন	৫
ঘাড় ও কোমর ব্যথা প্রতিরোধে ফিজিওথেরাপির ভূমিকা	৬
নতুন অধ্যায়	৬
জাইরো গ্লাভ পারকিনসন্স রোগীদের জন্য একটি বিশেষ উপহার	৭
কলি প্রেম	৮
নারীর নিরাপত্তাই মানবতার নিরাপত্তা	৯
কবিতাগুচ্ছ	১০
আকাশ ছোঁয়া স্বপ্ন	১৪
প্রতিবন্ধী মানুষ বোঝা নয়, হতে পারে সম্পদ	১৫
ওড়না	১৫
প্রবেশগম্যতাই অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারে	১৬
নান্টু মিয়ার মোটর বাইক	১৭
সিআরপি সংবাদ	১৭
সিডাব সদস্যদের ঈদ যাপন	২৯
সিআরপি'র ঈদ উদ্‌যাপন ২০১৬	৩১
সিডাব	
পাঠক মতামত জরিপ	

পক্ষাঘাতগ্রস্তদের পুনর্বাসন কেন্দ্র (সিআরপি) কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত এবং সিআরপি প্রিন্টিং প্রেস কর্তৃক মুদ্রিত

সিআরপি-গণকবাড়ী, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা, ফোন: ৭৭৮৯২২৭,(Ext. 116)

সম্পাদকীয়

১৯৭৯ সালের ১১ ডিসেম্বর ১ জন ফিজিওথেরাপিস্ট, ১জন অকুপেশনাল থেরাপিস্ট ও ১জন সমাজকর্মীকে সঙ্গে নিয়ে ডঃ ভেলরি অ্যান টেইলর মাত্র ৪জন রোগী নিয়ে সিআরপি'র যাত্রা শুরু করেন। দেশে বিদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের চিকিৎসা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন সেবার একটি আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত এই অলাভজনক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামগ্রিক উন্নয়নে বিশেষ ভুমিকা পালন করছে।

মানুষ কখনও কখনও প্রতিবন্ধী হিসেবেই জন্মগ্রহণ করে। তবে সব মানুষই জন্ম থেকে প্রতিবন্ধী হয় না। একজন সুস্থ মানুষ হিসেবে জন্মগ্রহণ করার পরও জীবনের কোন এক পর্যায়ে দুর্ঘটনার শিকার হয়ে প্রতিবন্ধী হতে পারে। জীবিকার তাড়নায় মানুষকে কাজ করতে হয়, কর্মস্থলে যেতে হয়। কিন্তু আমাদের কর্মস্থল, সেটা কি নিরাপদ? কতটা নিরাপদ? কর্মস্থলে দুর্ঘটনার মুখোমুখি হয়ে একজন সুস্থ মানুষ সমাজে প্রতিবন্ধী হিসেবে পরিগনিত হতে পারে। তার জীবনের এই যে ক্ষতি, সেই ক্ষতিটা কে বহন করে? প্রতিবন্ধিতার বোঝা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকেই বহন করতে হয়। সারা জীবনের এই কঠিন যাত্রার সঙ্গী হয় পরিবারের সদস্যরা অথবা অনেক সময় একে একে হারিয়ে যায় সবাই। তাই কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা ও কিছু সঠিক আচরণবিধি প্রতিষ্ঠা করতে পারলেই, কর্মস্থলে দুর্ঘটনাজনিত প্রতিবন্ধীতা অনেকাংশে লাঘব করা সম্ভব। এমনই বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমাদের এবারের সংখ্যা "নিরাপদ কর্মক্ষেত্র মেরুরজ্জুতে আঘাতের ঝুঁকি কমায়"।

নিরাপদ কর্মক্ষেত্র মানসম্মত কাজের পূর্বশর্ত

প্রতি ১৫ সেকেন্ডে সারা বিশ্বে শুধুমাত্র কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়ে মারা যায় ১ জন কর্মী এবং আহত হয় ১৫৩ জন। প্রতিদিন ৬৩০০ জন কর্মী কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনাজনিত কারনে মারা যায়। এবার চিন্তা করে দেখুন বছরে এই সংখ্যা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়? কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা; পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং সহকর্মীদের জীবনকে প্রভাবিত করে অনেকাংশে। প্রিয়জন হারানোর শোক বর্ণনাতীত। একটি পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি যদি তার কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়ে মারা যায় বা দীর্ঘ সময় ধরে অসুস্থ থাকে তাহলে সেই পরিবার অচল হয়ে পড়ে।

প্রতিদিন সকালে যখন পরিবারের একজন বাড়ি ছেড়ে কাজে যায়, স্বভাবতই সবাই আশা করে সে সুস্থ শরীরে ফিরে আসবে। আপনারা কি কল্পনা করতে পারেন, দরজায় কড়া নাড়িয়ে যদি কেউ খবর দিয়ে যায় যে, সকালে যে বাসা থেকে বের হওয়ার সময় বলে গেছে আবার দেখা হবে, সে আর কোনদিন ফিরবে না। অথবা একটি ফোন কল যেখানে বলছে আপনার পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ব্যক্তি হাসপাতালে এবং সে আর কখনও হাঁটতে পারবে না। তাই একটি নিরাপদ কর্মক্ষেত্র নিশ্চিতকরণের প্রধান লক্ষ্য হল স্ত্রীর কাছে স্বামীদের, স্বামীদের কাছে স্ত্রীদের, পিতা-মাতার কাছে সন্তানের, সন্তানের কাছে পিতা-মাতার নিরাপদে ফিরে আসা। কিন্তু নিরাপদ কর্মক্ষেত্র নিশ্চিতকরণের পিছনে আরও অনেক কারণ আছে। আপনার কোন কর্মী যদি কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার শিকার হয় তবে সেখানে আপনারও ক্ষতি হবে।

কিভাবে?

তার দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। তাকে কাজ থেকে ছুটি দিতে হবে। ফলে কোম্পানি তার কাজের সময় হারাবে। এছাড়াও আহত কর্মীকে যদি হাসপাতালে বা বাড়িতে পাঠানো হয় তাহলে তার সহকর্মীরাও সংঘটিত দুর্ঘটনার কারণে কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে অথবা ছুটি নেয়, যা স্বভাবতই কোম্পানির জন্য লোকসান। তাই শুধুমাত্র একটি দুর্ঘটনাও আপনার প্রতিষ্ঠানকে লোকসানের সম্মুখীন করতে পারে।

নিরাপদ কর্মীরা সৎ হয়ঃ

আপনি যদি আপনার প্রতিষ্ঠানে একটি নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেন তাহলে কর্মীর অনুপস্থিতির হার কমাতে পারবেন সাথে কর্মীদের কর্মপ্রেরনাও বাড়াতে পারবেন। আপনার প্রতিষ্ঠানের কর্মপরিবেশ উন্নিত করার লক্ষ্যে আপনার কর্মীদেরও সামিল করুন। যেহেতু তারাই প্রত্যক্ষভাবে সেই পরিবেশে কাজ করে তাই তাদের মতামতও গুরুত্বপূর্ণ। এভাবে আপনি আপনার কর্মীদের বিশ্বাস অর্জন করতে পারবেন। এর ফলে কর্মীরা নতুন উদ্যমে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে আপনার প্রতিষ্ঠানের উন্নতি সাধনে যথাযথ ভূমিকা পালন করবে যা আপনার ও আপনার ব্যবসার প্রসার ঘটাবে।

কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা কার্যসম্পাদনের মান উন্নত করেঃ

যে সকল প্রতিষ্ঠান কর্মীদের নিরাপত্তাকে প্রাধান্য দেয় তারা গুনগত মানসম্পন্ন কার্যসম্পাদনে সক্ষম। পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও নিরাপদ কর্মক্ষেত্র কাজে মনোযোগ বাড়ায়। আমরা যারা বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ কাজের সাথে জড়িত তাদের যথেষ্ট সচেতনতার অভাব আছে যার ফলে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনাও বাড়ছে। সিআরপিতে প্রতিবছর শুধুমাত্র গ্রীষ্মকালেই গাছ থেকে পড়ে মেরুরজ্জুতে আঘাতপ্রাপ্ত রোগী আসে। তারা গাছে উঠার ঝুঁকি না নিয়ে, নিচে দাঁড়িয়ে কোন সহায়ক যন্ত্র (যেমন লগি) এবং গাছে উঠলে দড়ি দিয়ে গাছের গুড়িতে কোমর বেঁধে রাখে তাহলে এ ধরনের দুর্ঘটনা অনেকাংশে এড়ানো সম্ভব।

যারা রাজমিস্ত্রির কাজ করে তারাও ঝুকিপূর্ণ প্লাটফর্ম পরিহার করে হার্নেস ব্যবহার করলে দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব। তাই আমরা সকলে যদি কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারি ও ঝুঁকিপূর্ণ আচরণগুলো পরিহার করতে পারি তাহলে কর্মক্ষেত্রে মেরুদন্ডে আঘাতজনিত দুর্ঘটনাসমূহ এমনকি মৃত্যুর হারও কমাতে পারবো।

রোখসানা পারভিন
অফিসার
প্রকাশনা ও যোগাযোগ বিভাগ

নিরাপদ কর্মক্ষেত্র এবং মেরুরজ্জুতে আঘাত

এরশাদ ঢাকার একটি বহুতল ভবনের নির্মান শ্রমিক হিসাবে কাজ করতেন। একদিন বাইরের দেয়ালে কাজ করার সময় পড়ে গিয়ে কোমরে আঘাত পান। হাসপাতালে পৌঁছানোর পর উনি জানতে পারেন দুর্ঘটনায় তার মেরুরজ্জু মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং তিনি আর কখনো তার পায়ের শক্তি ফিরে পাবেন না।

রুবেল বিদ্যুৎ কর্মী হিসাবে একটি বেসরকারি সংস্থায় কাজ করেন। একটি উচু বৈদ্যুতিক খুঁটিতে কাজ করবার সময় তিনি বিদ্যুৎ স্পৃষ্ঠ হয়ে নিচে পড়ে যান এবং ঘাড়ে আঘাত পান। মেরুরজ্জু ক্ষতিগ্রস্থ হবার ফলে তিনি ঘাড়ের নিচ থেকে শক্তি এবং অনুভূতি হারিয়ে ফেলেন।

রুবেল কিংবা এরশাদের মতো অসংখ্য মানুষ প্রতি বৎসর কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার দরুন মেরুরজ্জুতে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে দীর্ঘমেয়াদী ক্ষেত্র বিশেষে আজীবন প্রতিবন্ধিতার শিকার হন। অথচ আমরা একটু সচেতন হলেই আমাদের কর্মক্ষেত্র কে নিরাপদ করে গড়ে তোলার মাধ্যমে এই দুর্ঘটনা এড়িয়ে চলতে পারি। বহুতল ভবন নির্মাণের সময়

দুর্ঘটনা প্রতিরোধে যথাযথ নিয়মনীতি অনুসরন করি, নির্মান সামগ্রী মাথায় বা ঘাড়ে না নিয়ে ট্রলি বা ক্রেন ব্যবহার করি, ভবনের ঝুঁকিপূর্ণ অংশে কাজ করার সময় নিরাপত্তা বেল্ট বা হার্নেস ব্যবহার করি, যে কোনো বেদ্যুতিক খুঁটিতে কাজ করার পূর্বে নিশ্চিত হয়ে নেই বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন আছে কিনা, কাজের সময় অবশ্যই নিরাপদ বেল্ট ব্যবহার করি। কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করি, মেরুরজ্জুতে আঘাতের ঝুঁকি থেকে নিরাপদে থাকি।

কাজী ইমদাদুল হক
ক্লিনিক্যাল ফিজিওথেরাপিস্ট
সিআরপি, সাভার।

কর্ম+নিরাপত্তা = কর্ম নিরাপত্তা

লালমণিরহাট জেলার বড়বাড়ি ইউনিয়নের প্রত্যন্ত গ্রাম কুতুবপুর। এই গ্রামের আজগর মাতব্বরের বড় ছেলে ইলিয়াস মোল্লা । নামে মাতব্বর বা মোল্লা পদবি থাকলেও অর্থনৈতিকভাবে তারা অত্যন্ত গরিব না হলেও তেমন বড়লোকও নয়। অন্যের বাড়িতে মাঝে মধ্যে ফাই ফরমাশ ছাড়াও গ্রামের যেকোনো বিয়েতে বাজার করার জন্য ডাক পড়ে ইলিয়াস মোল্লার। হঠাৎ স্ত্রী অসুস্থ হওয়ায় গত ২/৩ বছর যাবৎ টাকা পয়সায় বেশ টানাটানি যাচ্ছিল। দুই ছেলে মেয়ে স্কুলগামী হওয়ায় সঞ্চিত অর্থ শেষ হওয়ার পর ইলিয়াস মোল্লা এখন বন্ধুদের কাছে ধার দেনা করতে শুরু করেছেন। গত মাসে গ্রামের ৫-৬ জন যুবক সিদ্ধান্ত নেয় ঢাকায় কাজ করতে যাবে। স্ত্রীর পরামর্শে ইলিয়াস মোল্লা ও তাদের সাথে যোগ দেয়।

ঢাকার মোহাম্মাদপুরে থাকার ব্যবস্থা হয় তাদের। কোন কাজ জানা না থাকায় মোহাম্মাদপুর কৃষি মার্কেটে সে যোগাড়ির কাজের জন্য প্রতিদিন অপেক্ষায় থাকে। কোন দিন কাজ পায়, কোন দিন পায় না। যোগাড়ির কাজ কষ্টের হলেও দিনশেষে ৫০০ টাকার কড়কড়ে নতুন নোটের গন্ধে ইলিয়াস মোল্লা মাতোয়ারা থাকে। গত সপ্তাহে পাশের মেসের রং মিস্ত্রী জব্বার ভাই প্রস্তাব দেয় যোগাড়ির কষ্টের কাজ বাদ দিয়ে বহুতল ভবনে রং করার কাজ নেওয়ার জন্য। এতে শ্রম কম পারিশ্রমিক বেশি, মর্যাদাও বেশি। অবশেষে ইলিয়াস মোল্লা এই কাজে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। শুরু থেকে ভালই চলছিল। বহুতল ভবনের পাশে ঝুলন্ত বাঁশ বেধে রং করার কাজ। ঝুঁকিপূর্ণ কিন্তু চ্যালেঞ্জিং। পয়সাও বেশি। সবাই না করেছিল। কিন্তু ইলিয়াস মোল্লা কারো কথা শোনেননি। সেলিম চাচা বলেছিল বেশি লোভ করা ভালো নয়। যে কাজ জানো না, সে কাজ করতে যেও না। কিন্তু ইলিয়াস মোল্লার টাকার দরকার, অনেক টাকা। কিন্তু সবার ভাগ্যে তো আর সব কিছু সহ্য হয় না।

গত ০২/০২/২০১৬ ইং তারিখে নিউ ইয়র্ক বিল্ডিং এর ১৮ তলায় রং করার সময় হঠাৎ ইলিয়াস মোল্লা পা ফস্কে নিচে পড়ে যায় এবং মস্তিস্কে রক্তক্ষরণে তৎক্ষণাৎ তার মৃত্যু হয়। মেসে অন্যদেরকে এই মৃত্যুর খবর দেওয়া হয়। তারা ইলিয়াসের গ্রামের বাড়িতে খবর পাঠায়। ২/৩ জন গ্রামের যুবক বিদ্রোহী হয়ে উঠে, তারা এর তীব্র প্রতিবাদ জানায়। ঢাকায় আসার জন্য তারা ব্যকুল হয়ে ওঠে। তারা বিল্ডিং এর মালিককে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা বলে। কিন্তু এসব কিছুই হয় না। বিকাল ৪.০০ টায় লাশ নিয়ে রওনা হয় সেলিম চাচা। রাত ১২.০০ নাগাদ লাশ এসে পৌছায় গ্রামে। ইলিয়াস মোল্লার বাড়িতে শোকের মাতম শুরু হয়। তিন মাস আগে যাওয়া জলজ্যান্ত ভালো মানুষটি আজ লাশ হয়ে ফিরল।

কর্মস্থলের নিরাপত্তা থাকলে নিশ্চয় এমনটা হতো না। আসুন আমরা সবাই মিলে কর্মস্থলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করি।

মাহেদুল ইসলাম,
ফান্ডরাইজিং বিভাগ,
সি আর পি-সাভার।

বিষন্নতা নিয়ে জীবনযাপন

মানসিক বিষণ্নতা আধুনিক সমাজের একটি মনরোগ। পৃথিবীতে প্রচুর মানুষ এ রোগে আক্রান্ত। একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী সারা পৃথিবীতে ৩৫ কোটি মানুষ এ রোগের শিকার। সাধারণত পুরুষের চেয়ে নারীরা এ রোগের শিকার হন।

তবে.....
বিষণ্নতা নিয়ে অনেকেই রয়েছেন, এমনকি আমাদের দেশে ও সমাজে যারা এ রোগে আক্রান্ত হয়েও দৈনিক জীবনে শুধু স্বাভাবিকতার পরিচয়ই দিয়ে যাচ্ছেন না, নিজের দৃঢ় সংকল্প ও চেষ্টার দ্বারা জীবন নামক এ মহাকালের পরীক্ষায় একশোভাগ সফলতা ও কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হচ্ছেন। জয় করে চলেছেন জীবনের উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ।

এমনি একজন বিখ্যাত ব্রিটিশ লেখিকা জে কে রাওলিং। বিশ্ববিখ্যাত "হ্যারি পটার" রূপকথার কারিগর ২৫ বছর বয়সে তার মাকে হারান। জীবন সংগ্রামের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ মিত্র, সবচেয়ে কাছের মানুষটিকে হারিয়ে গভীর বিষণ্নতায় নিমজ্জিত হন তিনি। এর কিছুদিন পর স্বামীর সাথেও বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে যায় তার। বিষণ্নতার সাথে এবার যোগ হয় অর্থনৈতিক বিপর্যয়। এক সন্তানের জননী রাওলিংয়ের জীবনে নেমে আসে আঁধার। হতাশা ও গভীর দুঃখ-দুর্দশায় এভাবে কেটে যায় বেশ কয়েকটি বছর।

এরপরই এক দিন.....
১৯৯০ সালের কথা। রাওলিং তখন ট্রেনে। হঠাৎ করেই তার মনে উদয় হয় শিশুকিশোরদের জন্য একটি কল্পকথা রচনা করবার। বাসায় পৌছে সাথে সাথেই বইটি লেখা আরম্ভ করে দেন। আর বাকিটা শুধুই ইতিহাস।

এমনি আরেকজন মহাপুরুষ যিনি বিষণ্ণতা জয় করে যশ-খ্যাতি ও সফলতার শীর্ষে উঠতে সক্ষম হয়েছিলেন হচ্ছেন জার্মান চান্সেলার ও ফিউরার এডলফ হিটলার। ১৯১৯ সালে হিটলার জার্মান ওয়ার্কারস পার্টি (যা পরবর্তীতে এনএসডিএপি নামে বেশি পরিচিত হয়)তে যোগদান করেন। ১৯২১ সালে তিনি নিজের ব্যাক্তিগত আকর্ষণ ও দৃঢ় সংকল্প, পরিশ্রম ও সততার দ্বারা দলটির নেতার পদ অর্জন করতে সক্ষম হন। ১৯২৩ সালে তিনি একটি সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে জার্মানির রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেন। তবে সেটি সফলতার মুখ দেখে না। পুলিশ গুলি করে তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। হিটলার তার পার্টির ১৬ জন সদস্যকে হারান। আর তিনি নিজে গ্রেপ্তার হয়ে জেলহাজতে প্রেরিত হন। হিটলার এসময় গভীর হতাশা ও বিষণ্ণতায় নিমজ্জিত হন। তবে তিনি এই বাধাকে নিজের সফলতার পথের যাত্রা গতিরোধ করতে দেননি। হাজতে বসেই রচনা করা শুরু করেন তার জীবনকাহিনী "মেইন কাম্পফ"। টানা ৯ মাস ধরে তিনি রচনা করে যান তার মেনিফেস্টো। পরবর্তীতে যখন হিটলার জার্মানির চ্যান্সেলার পদে নির্বাচিত হন, তখন বইটি ব্যাপক সাড়া ফেলে এবং "বেস্ট সেলার" হয়।

মার্কিন রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিঙ্কন ইতিহাসের আরেক উজ্জ্বল উদাহরন যিনি বিষন্নতা ও মানসিক যন্ত্রণার ধুম্রজাল থেকে নিজেকে মুক্ত করে খ্যাতির শীর্ষতম স্থান অর্জন করেছিলেন। যৌবনে লিঙ্কনের একজন তরুণীর সাথে ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তবে তাদের সে সম্পর্ক কখনও বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পরিপূর্ণতার রূপ পায়নি। একসময় সেই তরুণী অতি সাধারণ পরিবারের ছেলে লিঙ্কনকে ভুলে গিয়ে আরেকজনের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। লিঙ্কন সুদর্শন ছিলেন না। ছয় ফুট চার ইঞ্চি উচ্চতায় বাকি দশজনের মাঝে তাকে বেশ বেমানানই দেখাত (সেই কালে এটি ছিল একটি অতি অস্বাভাবিক ও দৃষ্টিকটু শারীরিক উচ্চতা)। বিপরীত লিঙ্গের নিকট এসব কারণে লিঙ্কন খুব একটা আকর্ষণীয় ছিলেন না। ঐতিহাসিকরা মনে করেন এই একি কারণে তার সেই প্রেমিকা লিঙ্কনের হৃদয় ভাঙেন। লিঙ্কনের জীবনে এ ঘটনার পরে সে দুর্বিষহ বেদনা ও হতাশায় নিক্ষিপ্ত হন। এমনকি মানসিক বিষন্নতাও তাকে গ্রাস করে। কথিত আছে যে লিঙ্কনের বন্ধু ও আপনজনেরা তার বাসস্থান থেকে সকল ধারালো বস্তু সরিয়ে নেয় পাছে লিঙ্কন সেসব দ্বারা নিজের কোন ক্ষতি করে বসেন। তবে নিজের দৃঢ়তা ও মানসিক শক্তির ন্যায় জীবনের সেই কাল অধ্যায় থেকে তিনি মুক্তি লাভ করতে সক্ষম হন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

এ কয়জন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব কেবলমাত্র একটি অল্প অংশ যারা বিষণ্ণতা ও মানসিক ব্যাধি থেকে নিজেকে মুক্ত করে জীবন যুদ্ধে বিজয় অর্জন করেছেন, ইতিহাসের পাতায় নিজের নাম লিখিয়েছেন। মানবজাতি সৃষ্টির সেরা জীব। সততা, দৃঢ় সংকল্প ও পরিশ্রম দ্বারা তার পক্ষে যে কোন কিছুই অসম্ভব নয়, এ অমোঘ সত্য যুগে যুগে প্রমাণিত হচ্ছে বারেবার।

-রিয়াসাত করিম

আবিদা কথন

মেয়েটির নাম আবিদা। বয়স ৯ বছর। হাল্কা-পাতলা ছিমছাম গড়নের। কথাবার্তায় ভীষণ লাজুক। স্কুলের গন্ডিতে ঢুকতে না ঢুকতেই ছোট বেলায় মা মারা যায়। সৎ মায়ের সংসারে সে অবাঞ্ছিত হিসেবে বেড়ে উঠতে থাকে। স্কুলে আর যাওয়া হয় না। সৎ মায়ের পরামর্শে তার বাবা তাকে শহরে এক বাসায় কাজে দেয়। কিন্তু সেখানেও তার উপর চলতে থাকে অত্যাচার। কাজকর্ম একটু এদিক সেদিক হলেই শুরু হতো অত্যাচার। অত্যাচারের ক্ষেত্রে গৃহকর্ত্রী থেকে শুরু করে গৃহকর্তাও কম যেত না। সকাল ৬টা থেকে রাত ১২টা, কোন কোন দিন আরও রাত অব্দি জেগে থাকতে হতো। ঘরের রান্না-বান্না থেকে শুরু করে ঘর মোছা, পরিস্কার করা এমনকি মাঝরাতে গৃহকর্তা ও কর্ত্রীর হাত-পা পর্যন্ত টিপে দিতে হতো। একদিন সে চুলায় রান্না বসিয়েছে, এমন সময় গৃহকর্তা তাকে ডাক দেয়। শরীর টিপে দেওয়ার কথা বলে। সে রান্না বসিয়েছে এটা জানায়। তখন গৃহকর্তা বলে রান্না তো আর এখনি হয়ে যাবে না। শরীর টেপা শেষ কর, তারপর রান্না দেখবি। এদিকে সে শরীর টিপসে আর অন্যদিকে তরকারি পোড়া গন্ধ পেয়ে গৃহকর্ত্রী রান্নাঘরে যায়। তরকারি কেন পুড়ল এজন্য সে আবিদাকে শাসন করতে থাকে। আবিদা যখন জানায় যে গৃহকর্তা তাকে আটকে রেখেছে তখন গৃহকর্তা-গৃহকর্ত্রী মিলে তাকে মারধোর করা শুরু করে। মারধরের এক পর্যায়ে গরম খুন্তি দিয়ে চোখের ভেতর গুতা মারে।

আবিদা এখন অপারেশন থিয়েটারে। বাইরে তার বাবা আরও কিছু শুভাকাঙ্খির সাথে অপেক্ষায় আছে। আবিদার চিৎকারে প্রতিবেশীরা গিয়ে আবিদাকে রক্ষা করে। আবিদার বাবা অপারেশান থিয়েটারের বাইরে দাড়িয়ে ভাবছে মেয়েটিকে কাজে না পাঠালেই বোধয় ভালো ছিল। ওর সৎ মা বড়জোর ওকে দু একটা গাল মন্দ করতো। তাই বলে চোখ তো উপড়ে ফেলত না।

সৈয়দা ফাহমিদা মালেক
স্বেচ্ছাসেবী, প্রকাশনা ও যোগাযোগ বিভাগ

ঘাড় ও কোমর ব্যথা প্রতিরোধে ফিজিওথেরাপির ভূমিকা

আমাদের দেশে প্রতিনিয়ত ঘাড় ব্যথা ও কোমর ব্যথার রোগীর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছে। উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত সব পরিবারেই এ ধরনের রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। বর্তমানে অল্প বয়স্ক অনেক রোগী ঘাড় বা কোমর অথবা দুটো সমস্যা নিয়েই আসছে। যেকোনো রোগ প্রসেস ছাড়া বা প্যাথলজিকাল কারণ ছাড়া এ রোগের মূল কারণ পাওয়া যাচ্ছে মেকানিক্যাল বা পশচারাল।

প্রকৃতপক্ষে একজন মানুষ যদি তার কাজের ক্ষেত্রগুলোতে যেকোনো একটি অবস্থান সবচেয়ে বেশি সময় ধরে ব্যবহার করে তাহলেই এই সমস্যাগুলোর সূচনা হয়। যেমন আমাদের দেশে গৃহিণীরা সব সময় নিচুতে বসে গৃহস্থালির কাজকর্ম করে। এর ফলে কোমর ও ঘাড় সবসময় সামনের দিকে ঝুঁকে থাকে এবং ব্যথার উদ্ভব হয়। কখনও কখনও এর ফলে ডিস্ক প্রলাপ্সও হয়। যারা ডেস্ক জব করেন বা স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রী বেশিরভাগ সময়েই তাদের বসে থাকতে হয়। এর ফলে অল্প বয়সেই এ ধরনের ব্যথা হচ্ছে। এজন্য বয়স যাই হোক আমাদের সবারই উচিত একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর (১৫-২০ মিনিট) ৩-৫ মিনিটের জন্য পজিসন পরিবর্তন করা।

যেমন যদি কাউকে তার কাজের সময় ৮ ঘন্টা বসে ডিউটি করতে হয় তবে প্রতি ১৫-২০ মিনিট অন্তর অন্তর কয়েক মিনিটের জন্য তার দাঁড়িয়ে যাওয়া উচিত। এভাবে যাদের বেশিরভাগ সময় দাঁড়িয়ে থাকতে হয় তাদের ১৫-২০ মিনিট পর পর বসে যাওয়া উচিত। এছাড়া শিক্ষার্থীদের পিঠ সোজা করে বসা উচিত এবং লেখার ক্ষেত্রে রাইটিং বোর্ড ব্যবহার করা উচিত। তাছাড়া যারা ডেস্ক ওয়ার্ক করেন তাদের কম্পিউটার বা অন্যান্য আনুসাঙ্গিক জিনিসপত্র একটি নির্দিষ্ট উচ্চতায় রাখা উচিত যাতে পিঠ/ কোমর/ ঘাড় সোজা থাকে।

অন্যদিকে গৃহিনীদের চেয়ার টেবিলে বসে বটির পরিবর্তে ছুরি দিয়ে সবজি কাটার অভ্যাস করা উচিৎ। এছাড়া সবারই উচিত কিছু থেরাপিউটিক মুভমেন্ট নিয়মিত করা। যেমন আমরা যদি উপুড় হয়ে শুয়ে হাত দুটো কোমরের উপর রেখে বুকটা আস্তে আস্তে তুলে কয়েক সেকেন্ড ধরে রাখি (৬ থেকে ১০ সেকেন্ড) এভাবে ৩ বেলা ১০ থেকে ১৫ বার নিয়মিত করলে পুরো পিঠের এবং কোমরের মাংসপেশিগুলো যথাযথ শক্তি পাবে। ফলে আমরা কাজের সাথে সম্পর্কিত এসব ব্যথা থেকে মুক্ত থাকব। সচেতনতাই সুস্থ থাকার মুখ্য উপায়।

শামিমা ইসলাম নিপা,
সিনিওর ক্লিনিকাল ফিজিওথেরাপিস্ট,

নতুন অধ্যায়

একটা যান্ত্রিক শব্দ ঘড় ঘড়। সাথে একটা আর্তচিৎকার। প্রতিদিন এক স্বপ্নে ঘুম ভাঙ্গে রুমানার। সেদিনকার সেই বিভীষিকাময় দিন। ইজিবাইকের সিটের মাঝখানের চার ইঞ্চি ফাকা জায়গা। আর সেই ফাকা জায়গাটা গলে গলার ওড়নাটা মটর নামক দানবটা পেঁচিয়ে নিয়েছিল। তারপরের টা শুধুই অতীত। একটা তীব্র চিৎকার দিয়ে সে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। জ্ঞান যখন ফিরে তখন সে হাসপাতালে। যদিও সে বেচে গিয়েছিল, তার দেহের সমস্ত অঙ্গ গুলো মরে গিয়েছিল, শুধু তার মাথা টুকু আর হাত বাদে। পরে সে জানতে পারে তার নাকি কিসের স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি হয়। এই জিনিসটা কি সে এটাই জানত না। কিন্তু এখন জানে এর অভাবটা এবং ভালো ভাবেই জানে।

স্বপ্নটা অনেক বড় ছিল তার। অনেক বড়। হোটেল ম্যানেজম্যান্ট নিয়ে পড়বে। পাঁচতারা হোটেলে কাজ করবে। দেশে বিদেশে ঘুরবে শুভ্রকে সাথে নিয়ে। শুভ্রকে সে চিনে সেই ছোটকাল থেকে। যেদিন থেকে চেনা সেদিন থেকেই সে যেমন শুভ্রকে ছাড়া চিন্তা করতে পারত না তেমনি শুভ্রও তাকে ছাড়া চিন্তা করতে পারত না। মনের দিক থেকে, একে অপরের চিন্তা ধারার দিক থেকে, সবক্ষেত্রে এক অদ্ভুত রকমের মিল ছিল তাদের মাঝে। প্রকৃতির মাঝে থাকার পণ করেছিল তারা। আকাশ, পাহাড়, সমুদ্র এইসব দেখে তারা অনুভব করত। এবং সেটা অনুভবই, উপভোগ নয়। কারণ অনুভব স্থায়ী, কিন্তু উপভোগ নয়। সব কিছুই ঠিক ছিল। সব কিছু। কিন্তু সেই দানবটা তার সব কিছু কেড়ে নিয়েছে।

রুমানার এক্সিডেন্টের পর শুভ্র ২-১ দিন এসেছিল। কিন্তু যখন শুভ্র জানতে পারে যে রুমানা আর কোনদিন স্বাধীনভাবে চলতে পারবে না সেদিন থেকে সে আর তার কাছে আসে নি। সময় গতিশীল, তবে এতটা গতিশীল সে জানত না। কত দ্রুত সব কিছু বদলায়। যাই হোক এতে তার কোন আক্ষেপ নেই। হয়ত বা শুভ্র তার জন্য ছিলই না। কিন্তু তার আক্ষেপের জায়গা অন্যটা; তার বাবা মা পর্যন্ত এখন তার খোঁজ খবর ঠিকভাবে নেয় না। সিআরপি তে সে ভর্তি হয়েছে তিন মাস হল। আগে প্রতিদিন খোঁজ খবর নিত। এখন ১৫ দিন গেলেও কোন খোঁজ খবর নেই। এক্সিডেন্ট তো সে আর ইচ্ছে করে করেনি। আর কারো সাথে খারাপও কখনো করে নি। তাও কেন সবাই এমন করলো।

মাঝে মাঝে নিজের আত্নীয় স্বজনদের থেকে এখানকার ডাক্তারদের আর নার্সদের তার বেশী আপন মনে হয়। প্রতিদিন দেখাশোনা করে, মানসিক শক্তি যোগায়, যার ফলশ্রুতিতে আজ সে অনেকটা সুস্থ। শরীরের যে অংশ গুলো মরে গিয়েছিল আজ সেগুলো অনেকটা রেসপন্স করে। বিকালে অন্য পেশেন্ট দের সাথে খেলাধূলা করে।

এরাই এখন তার আপন জন। সুখ দুঃখের কাহিনী গুলো শোনার মত আজ তারাই আছে।

প্রতিদিন সকালে সে বাইরে বাস্কেট বল গ্রাউন্ড এর পাশে থাকে। জন্মগত ভাবে শারীরিক ভাবে পিছিয়ে থাকা আর সুস্থ স্বাভাবিক দুই ধরনের বাচ্চারাই এই রাস্তা দিয়ে স্কুল টাতে যায় মায়ের হাত ধরে, কেউ কেউ হুইল চেয়ারে করে। বাচ্চা যেমনই হোক মায়ের যে ভালবাসা সেটা সে অনুভব করে। এই মা গুলোর কোন অভিযোগ নেই, যা আক্ষেপ তা কেবল নিজেদের উপর। এই ভালোবাসা টুকু দেখে যে প্রশান্তি তা তাকে নাড়া দেয়।

এই টুকরো আনন্দটুকু আছে বলেই সে এখানে এখনো টিকে আছে। এখানকার প্রত্যেক রোগির কষ্ট আলাদা আলাদা, সেগুলো প্রত্যেকে যেমন ভাগাভাগি করে, তেমনি টুকরো আনন্দ গুলোও নিজেদের মাঝ ভাগাভাগি করে নেয়।

আজ পূর্ণিমা। পুকুর পাড়ের পানির উপর চাঁদের প্রতিফলনটা পড়ছে। চাঁদের কোন পক্ষপাতিত্ব নেই। সে আগের মতই আলো দিচ্ছে। কেউ তো অন্তত আছে যারা বদলায় না। তারাই বেঁচে থাকার অবলম্বন। বেঁচে থাকার অবলম্বন গুলো বদলায়, তবে শেষ হয় না।

তমাল তৃক্ত
১৮ তম ব্যাচ,
ফিজিওথেরাপি বিভাগ, বিএইচপিআই

জাইরো গ্লাভ পারকিনসন্স রোগীদের জন্য একটি বিশেষ উপহার

জাইরো গ্লাভ উদ্ভাবন অনেক ব্যক্তির জন্য একটি বিশেষ উপহার হতে পারে যাদের তীব্র কাঁপুনি হয়। পারকিনসন্স রোগীরা অনেক রকমের সমস্যায় ভোগে যেমন কাঁপুনি, মাংসপেশির কাঠিন্য, ব্যালান্স এবং কথা বলার সমস্যা । পারকিনসন্স অনেক সহজ কাজকে কঠিন বানিয়ে দেয়। পারকিনসন্স এর চিকিৎসায় বিভিন্ন ধরনের ঔষধ ব্যবহার করা হয় যাতে রোগের উপসর্গগুলি কমে যায়। University of Florida Center for Movement Disorders and Neurorestoration এর তথ্য অনুযায়ী deep brain stimulation surgery অনেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হলেও সবার ক্ষেত্রে কাজ করে না। তবে চিকিৎসাটি বেশি কার্যকর হয় যাদের ঔষধে কাজ দেয়।

লন্ডনের একজন মেডিকেলের ছাত্র একটি গ্লাভ এর প্রটোটাইপ তৈরি করেছেন যা হাত কাঁপুনি বন্ধ করতে সাহায্য করবে। কম্পন থামাতে গ্লাভটি একটি ঘূর্নায়মান লাটিমকে সোজা রাখার পদ্ধতি ব্যবহার করে। গ্লাভটিতে একটি প্লাস্টিকের নবের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র ব্যাটারি চালিত জাইরোস্কোপ রয়েছে যা কব্জির কাছে থাকে, গ্লাভটি অন করলে জাইরোস্কোপটি ঘোরা শুরু করে। জাইরোস্কোপটি স্থিতিশীল থাকার প্রচেষ্টায় গ্লাভ পরিধানকারির নড়াচড়া প্রতিহত করতে কম্পনরত হাতকে স্থির করতে সক্ষম হয়। ২৪ বছর বয়সের ছাত্র ফাই ওং একদিন একটি হাসপাতালের ১০৩ বছর বয়স্ক এক মহিলা পারকিনসন্স রোগীর সেবা করতে যেয়ে দেখলেন যে এক বাটি সুপ খেতে তার ৩০ মিনিট লাগছে। নার্সের সাথে কথা বলে তিনি জানতে পারেন যে হাতের কম্পন থামার কোন উপায় নাই। তখন তার মাথায় গ্লাভটি উদ্ভাবন করার চিন্তা আসে।

গ্লাভটি উদ্ভাবন করার চিন্তা করে তিনি ইম্পেরিয়াল কলেজ লন্ডনের কয়েক জন সহকর্মীকে সঙ্গে নিয়ে জাইরোগিয়ার নামে একটি কোম্পানি খুলেন। জাইরো গ্লাভটি কোম্পানিটির প্রথম উদ্ভাবন। এটি বর্তমানে টেস্ট পর্যায় রয়েছে তবে আশা করা যাচ্ছে সেপ্টেম্বরে এটি যখন বাজারে আসবে তখন সেটার দাম হবে ৫৫০ থেকে ৮৫০ ডলার। আশা করা যাচ্ছে এই প্রযুক্তিটি শরীরের অন্যান্য জায়গার কাপুনিও কমাতে সাহায্য করবে। কোম্পানিটি এই প্রযুক্তির অন্য ব্যবহারের চিন্তা ভাবনা করছে। এটি সার্জারি, ফিজিওথেরাপী, স্পোর্টস ইত্যাদি ক্ষেত্রে ও ব্যবহার করা যেতে পারে যেখানে হাত স্থির থাকার প্রয়োজন হয়।

সাউথ লন্ডন পারকিনসন্স ইউথ নেটওয়ার্কের প্রতিষ্ঠাতা সারা ওয়েবের মতে , এই গ্লাভটি পার্কিনসন্স রোগীদের মাঝে বিশেষ আশা দিয়েছে। পারকিনসন্স রোগীদের অনেক ঔষধ খেতে হয় যা ক্রমান্বয়ে কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে। জাইরো গ্লাভটি এমন একটি জিনিস যেটি হাতে পরে সঙ্গে সঙ্গে ফলাফল পাওয়া যায় এবং আমাদের দৈনন্দিন কাজ করতে সাহায্য করবে।

শারমিন রহমান নিয়ন
ফ্রিল্যান্স রাইটার ও অনুবাদিকা
ভলেন্টিয়ার টিচার, উইলিয়াম এন্ড মেরি টেইলর স্কুল

কলি প্রেম

ছোট্ট একটা শহর। নাম রূপনগর। সত্যি খুব সুন্দর। এই শহরের একজন বাসিন্দা মাঝারুল ইসলাম। তার তিন ছেলে ও এক মেয়ে। সবার প্রিয় মেয়ে কলি যেমন রূপ তেমন মাথায় চুল সব মিলিয়ে খুব সুন্দরী। সকাল বেলা মাঝারুল সাহেব তার স্ত্রীকে বলল, আজ নতুন ভাড়াটিয়া আসবে। ঠিকমতো সব দেখিয়ে দিও, এই বলে সে বাজারে চলে গেলো। বিশ মিনিটের মধ্যেই ভাড়াটিয়া চলে আসলো। একজন ভদ্রমহিলা ও একটি হ্যান্ডসাম যুবক, নাম অনিক। অনিক বদলি সুত্রে রূপনগর ব্র্যাক অফিসে ম্যানেজার হিসেবে এসেছে। অনিকের বাবা অনেক বছর আগেই মারা গেছেন, একটাই বোন তার বিয়ে হয়ে গেছে। শুক্রবার সারাদিন লাগলো ঘর গোছাতে। বিকেলে বারান্দায় বের হতেই দেখে সামনে খুব সুন্দর ছোট্ট একটা ফুলের বাগান। ছোট্ট কিন্তু সব ফুলই আছে সেখানে। বাগনটি খুব পরিপাটি আর গোছালো। বাগানে একটি মেয়ে পানি দিচ্ছে। এখান থেকে পিছন দিকটা দেখা যাচ্ছে। অনিক একটু চেষ্টা করলো, কিন্তু কোনোভাবেই মেয়েটির মুখ দেখতে পারলো না। অনিক বাজারে চলে গেলো। পরদিন সকালে অনিক তার মাকে জিজ্ঞেস করলো রাতে কোন বেহালার সুর শুনেছে কি না? মা সারাদিন কাজ করে এতই টায়ার্ড ছিল যে ঘুমিয়ে পড়েছিল। তাই শুনতে পায় নি। কিন্তু অনিক শুনতে পেয়েছিল। এত সুন্দর সুর যা হৃদয় কেড়ে নেয়। অনিক অফিসে চলে গেলে ঘরে মা একা বসে আছে। সে খুব মিশুক। তার একা থাকতে ভালো লাগে না, বোরিং লাগে। অনিক দুপুরে অফিসেই লাঞ্চ করে। তাই সারাদিন তার একাই কাটল। অন্যদিকে মাঝারুল সাহেব চান না তার পরিবারের কেউ ভাড়াটিয়াদের সাথে মিশুক। অনিক আসার সময় হয়েছে। বিকাল বেলা। দরজা খোলাই আছে। অনিকের মা টিভি দেখছে আর নাস্তা বানাচ্ছে। এমন সময় দেখে কলি ঘরে উঁকি দেয়। অনিকের মা তাকে ভেতরে এসে বসতে বলে। সে ভেতরেও আসে না, কোন কথাও বলে না। অনিকের মা মনে করে, সুন্দরী তো তাই দেমাগ।

দরজা খুলে দেখে প্রতিদিনের মতো আজ রাতেও বেহেলার শব্দ হচ্ছে। কি সুন্দর, ছাদ থেকে শব্দটা আসছে। অনিক ভাবছে ছাদে যাবে, আবার ভাবল না থাক, যদি কোন সমস্যা হয়। পরদিন অনিক যখন অফিসে যাওয়ার জন্য বের হচ্ছে এমন সময় দ্যাখে কলি তার মাকে নিয়ে গাড়িতে উঠছে। এবারো কলির মুখ দেখতে পেল না। কলি কলেজে চলে গেল। আজ বাগানে কলির আগে অনিক এসেছে। কলি আসতেই অনিক ওর দিকে তাকায়। তাকিয়ে হা হয়ে যায়। মানুষ এতো সুন্দর হয় কি করে? অনিক দেখল বাগানে যত ফুল আছে কলি তার থেকেও অনেক সুন্দর। সে কলিকে জিজ্ঞেস করলো ফুল বাগানটা এতো ছোট কেন? কলি শুনেও শুনছে না। একটু পর অনিক বারান্দায় চলে আসলো আর ভাবল মেয়েটা এতো মুডি কেন? এর পরের শুক্রবার অনিক ছাদে কাপড় শুঁকাতে গেছে, গিয়ে দ্যাখে অনেকগুলো রশি আর কলি কাপড় নাড়ছে। অনিক কলিকে জিজ্ঞেস করলো আমি কি এখানে কাপড় নাড়তে পারি? কলি মাথা নাড়ল। এরপর অনিক কাপড় নাড়তে নাড়তেই জিজ্ঞেস করলো তোমার নাম কি, কোন কলেজে পড়? পেছনে তাকিয়ে দ্যাখে কলি চলে গেছে। অনিক একটু বোধয় লজ্জাই পায়। অনিক ভাবে এ কেমন মেয়ে কথার উত্তর দেয় না আবার কথাও বলে না। ঘরে এসে মায়ের সাথে কথা বলে। মা বলে এই মেয়ে আমার সাথেও কোন কথা বলেনি। বেশি অহংকার। তবে খুব সুন্দরী।

অনিক মনে মনে ভাবছে এমনি তো আমি খুঁজছি, যে করেই হোক আমার করবো। এভাবে দেখতে দেখতে ৬-৭ মাস কেটে যায়। ভালবাসার কথা আর বলা হয় না। আজ অনিক অফিসে যায়নি। কলিকে ফেলে তার কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না। বিকেলে বাগানে যায়। সেখানে কলির সামনে সে একটা কাগজ ফেলে। কলির চোখে মুখে অন্যরকম লজ্জার আভা দ্যাখে সে। কলি কাগজ উঠায় না। তাই অনিক একটু সরে বারান্দার দিকে যাইতেই খেয়াল করে কলি কাগজটা উঠাচ্ছে। অনিকের মধ্যে একটি অজানা আশংকা কাজ করে। সারারাত অনিকের ঘুম হয় না। সে কলিকে অনেক কিছুই লিখেছিল তার মধ্যে ছিল "তুমি খুব সুন্দর, তোমার নাম কি আর মোবাইল নম্বরটা দিও।" কলি ভাবছে কি উত্তর দিবে। সারারাত চলে গেল তার ভাবনা আর শেষ হল না। এভাবে দিন যায়, রাত যায় উত্তর আর দেওয়া হয় না। অন্যদিকে প্রতিদিন দুপুরেই এখন অনিক খেতে আসে। খাওয়া শেষে বারান্দায় গিয়ে বসে। অনিকের বারান্দা থেকে কলিদের বাসার দুতালা রুমগুলো এবং ছাদ দেখা যায়। অনিক যে সময় বাসায় আসে সে সময় কলি ছাদে যায়। কলিও অনিকের মিষ্টি মিষ্টি প্রেমে পড়ছে। এভাবে দিন যায়, মাস যায়, বছর কেটে যায়।

আজ পহেলা বৈশাখ। কলি ও ভাবীরা একসাথে মেলায় যাবে। অনিক এমনিতে কখনও মেলায় যায় না। কিন্তু আজ যাবে। মেলায় সে কলির আশেপাশেই ঘুরঘুর করতে থাকে। কলি তার ভাবির পাশেই হাঁটছে। হঠাৎ অনিক খেয়াল করলো কলি একটু তার ভাবী থেকে সরে দূরে আছে। ভাবীরাও কেনাকাটায় ব্যস্ত। অনিক ভাবছে কলিকে টান দিয়ে সরিয়ে আনবে কিনা। আবার ভাবছে সে তো এতো অভদ্রও নয়। আবার ভাবল সুযোগ সবসময় আসে না। সে কলির হাত ধরে টেনে একপাশে একটি গাছের নিচে নিয়ে গিয়ে বলল, তুমি কিছু বল? কলি হাসে। লাল জামার সাথে লাল টিপ পরা কলিকে অনেক সুন্দর লাগছে।

অনিক খুব নার্ভাস, তাই থুঁতনিতে আর কপালে ঘামে জমে গেছে। কলির কপালের উপর কিছু চুল আসাতে অনিক সেটা সরাতে যায়, আর সাথে সাথে লজ্জায় কলি চলে

যায়। অনিক ভাবে ধুর আজও নাম জানা হল না। কলির জন্য সে একটা ফুলদানি কিনল। আর ভাবছে ও যে অহংকারী, নিবে কি না। পরদিন অনিকের অফিস বন্ধ। সকালে দেখল কলি ছাদে গেছে। সে বালতিতে আগে ফুলদানি রাখল তার ভেতর গোলাপের কিছু কলি আর তার পাশে ভেজা কাপড় নিয়ে সে ছাদে গেলো। ছাদে গিয়ে কলিকে ফুলদানিটা দিতেই সে ফুলদানি নিয়ে নিচে চলে গেলো কিন্তু কোন কথা বললো না। অনিক ভাবে 'এ কেমন মেয়েরে বাবা, কথা বলে না। তবে ও কি আমাকে ভালবাসে না? যদি তাই হয় তবে ফুলদানিটা কেন নিল? আবার মেলাতে হাত ধরলাম, কিছু বললও না। প্রতিদিন দুপুরে যে সময় আমি খেতে আসি সে সময় সে ছাদে থাকে।' এরকমই নানা রকম চিন্তা অনিকের মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকে।

এভাবে দেখতে দেখতে ৫ বছর কেটে যায়। কলিদের বাসার কেউ কখনও ওদের সাথে কথা বলেনি। শুধুমাত্র ভাড়ার টাকাটা যখন অনিকের মা বাড়িওয়ালাকে দিতে যায়, তখন সে শুধু টাকাটাই নেয়, কিন্তু অতিরিক্ত কোন কথা বলে না। অনিকের মা ভাবেন কি অহংকারীরে বাবা, তাই সেও আর কোন কথা বলেন না। অনিকের অফিসে একটু ঝামেলা হওয়ায় কয়েকদিন যাবৎ সে দুপুরে খেতে আসতে পারছে না। ঝামেলা কেটে যাওয়ার পর বাড়িতে এসে সে আর কলিকে দেখতে পায় না।

একদিন ছাদে যায়। দ্যাখে কলির ভাই এর মেয়ে ও ছেলে ছাদে এসেছে। অনিক তাদের সাথে একটু খাতির করার চেস্টা করে, কিন্তু তারা কোন কথা বলে না।এদিক দিয়ে অনিক প্রমোশন পেয়ে হেড অফিসে বদলি হয়। কালকেই জয়েন করতে হবে। তারা সমস্ত জিনিসপত্র গুছিয়ে ভাড়া মিটিয়ে চলে যায়। যাওয়ার আগ মুহূর্তেও সে কলিকে খোঁজে, কিন্তু দেখতে পায় না। সমস্ত জিনিসপত্র গাড়িতে উঠায়। রওনা দেওয়ার সময় এক মুহূর্তে সে পেছন ফিরে তাকায়। না কোথাও নেই কলি। গাড়িতে উঠে বসে। গাড়ির ড্রাইভার এককথা দুই কথা বলতে বলতে হঠাৎ বলতে শুরু করে এই বাসায় সে আগে মালিকের ড্রাইভার হিসেবে কাজ করতো। মালিকদের সম্পর্কে বলতে বলতে একপর্যায়ে বলে মালিকের মেয়েটির কথা ॥ সে কথা বলতে পারে না। নাম কলি। কথাটা শোনা মাত্রই অনিক অস্থিরবোধ করতে থাকে আর ভাবতে থাকে সে মেয়েটাকে অহংকারী ভেবেছে।

এটা ভেবেই তার খারাপ লাগতে থাকে। অন্যদিকে পরদিন সকালে কলি বাসায় আসে ওর বাবার সাথে। ওরা কোলকাতায় গিয়েছিলো চিকিৎসার জন্য। ১১ বছর বয়সে কলির খুব জ্বর হয়। তারপর থেকেই তার কথা বন্ধ হয়ে যায়। অনেক ডাক্তার দেখিয়েছিল, লাভ হইনি। তাইতো এবার কোলকাতায় গিয়ে খুব বড় ডাক্তার দেখিয়েছে। কলি সুস্থ হয়েই ফিরে এসেছে। এখন সে কথা বলতে পারে। সে অনিকদের ঘরে গিয়ে তাকে তন্ন তন্ন করে খুজতে থাকে। শুধু অনিক কেন কোন আসবাবপত্রও সে দেখতে পায় না। নিজের ঘরে ফিরে আসে, আর কাঁদতে থাকে। ভাবতে থাকে এই বুঝি প্রেম। শিখিয়ে দিয়ে গেল অথচ ভালবাসার মানুষটিকে হারিয়ে ফেললাম। ফুলদানীতে রাখা গোলাপের কলিগুলোর মতো কলি এখন শুকিয়ে মনমরা হয়ে গেছে। ১ বছর কেটে গেছে অথচ অনিক আর আসেনি। কলি অপেক্ষায় আছে। চাইলে অনিক আসতে পারতো। তাহলে আসলো না কেন? সেটা কি শুধুই ভাললাগা ছিল? ভালবাসা নয়? অনিকের ভালোলাগা ছিল কিন্তু ভুল বা আবেগ মাখা প্রেম ছিল যা কখনও বাস্তব হয় না, হতে পারে না...।।

মহুয়া আক্তার মুক্তা
প্রকাশনা ও যোগাযোগ বিভাগ

নারীর নিরাপত্তাই মানবতার নিরাপত্তা

"নিরাপত্তা" শব্দটির অর্থ কি, আর এর গুরুত্বই বা কতটুকু? স্বভাবতই মানুষ ভেদে, সমাজ ভেদে, পরিবেশভেদে একেক জনের কাছে নিরাপত্তার সংজ্ঞায়ন ভিন্ন ভিন্ন। আবার যখন নারীর নিরাপত্তার কথা বলা হয় তখন একরকমের চিত্র ভেসে ওঠে আবার পুরুষের নিরাপত্তা বলতে আরেক রকমের।

নারীর আব্রুকে বরাবরই খুব একটা আলোচনার বিষয় বস্তু হিসেবে পরিলক্ষিত হতে দেখা যায়। ঘরের চার দেয়াল থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পর্যন্ত সবক্ষেত্রেই নারীর মর্যাদাকে মোটা দাগে সবার মান মর্যাদা হিসেবেই ধরা হয়। সেজন্য যখন দেশে দেশে যুদ্ধ হয় তখন মোটামুটি সবার আগে নিশানা তাক করা হয় নারীর দিকেই। বাংলাদেশের জন্মলগ্নেও আমরা তাই দেখেছি। ২ লক্ষ নারী, কন্যা শিশুকে হয়রানী, ধর্ষন ও হত্যা করা হয়েছে। অর্থাৎ ধরেই নেয়া হয় কোন জাতির নারীকুলের ওপর হামলা মানেই সেই জাতির আব্রুর ওপরে হামলা।

নারীর নিরাপত্তা কোথায়? পুরুষেরই বা নিরাপত্তা কোথায়? দুটি প্রশ্নই বেশ জটিল। নারীর ক্ষেত্রে আসলেই আমরা ভেবে নেই ঘরেই নারী নিরাপদ। আসলে কি তাই? বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ৮০ টি দেশে গবেষণা করে দেখেছে প্রতি ১০০ জনে ৩৮ জন নারী প্রাণ হারায় তার কাছের মানুষটির কাছে। বাল্য বিবাহে আমাদের বাংলাদেশ সারা বিশ্বে চতুর্থ। যে বয়সে তার হাতে সাজবে পুতুলের সংসার সে বয়সে আস্ত একটা পরিবারের দায়িত্ব তার, তাকে মা হতে হচ্ছে; এক বার নয় বরং বছর বছর। দুঃখের বিষয় এই শতাব্দীতেও আমাদের দেশে তর্ক বিতর্ক চলে যে মেয়েদের বিয়ের বয়স ১৬ তে এনে নামান হবে। ঘরেই

যখন ছোট্ট মেয়েটি নিরাপদ নয় তখন যাবার জায়গার সত্যিই অভাব। ভেবে দেখুন যখন একজন নারীর থাকে প্রতিবন্ধিতা? সমস্ত জীবনে শতকরা ৮৭ ভাগ বাংলাদেশী নারী সহিংসতার শিকার হয়। আর এর মধ্যে অর্ধেক নারীই প্রতিবন্ধী।আরও রয়ে যায় সন্তান জন্মদানের এক বিরাট অধ্যায়। ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এর তথ্য মতে প্রতি মিনিটে ৩০ জন নারী জন্মদান প্রক্রিয়ায় ব্যাপকভাবে আহত বা প্রতিবন্ধীতার শিকার হচ্ছে যার ১৫-৫০ মিলিয়ন লোকচক্ষুর অন্তরালে রয়ে যায়। কম বয়সে বিয়ে, যত্নের অভাব, ঘন ঘন সন্তান প্রসব, অনিরাপদ পরিবেশ, চিকিৎসার অভাব, সামাজিক কুসংস্কার আরও অগণিত কারণে মাতৃমৃত্যু হচ্ছে বা মায়েরা হয়ে যাচ্ছে প্রতিবন্ধী।

এতো বড় বড় সমস্যার সমাধান কিন্তু খুব কঠিন নয়। শুধু মন মানসিকতার সামান্য একটু পরিবর্তন অনেক সমস্যার সমাধান নিয়ে আসতে পারে। একজন শিশুকে লেখা পড়া শিখিয়ে মানুষ করতে যত খরচ হয়, সে যদি নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যায় তবে তার রোজগার ঐ খরচের থেকে অনেক বেশি। এবং তা নারী পুরুষ সকলের ক্ষেত্রেই। সঠিক বয়সে বিয়ে দিলে সে একজন সুস্থ এবং মেধাবী শিশুর জন্ম দিতে পারে। আর প্রতিবন্ধিতা কোন ক্ষেত্রেই বাঁধা নয়। প্রতিবন্ধকতা সকলের জীবনেই থাকে। যে লোকটি টাইপ করতে জানে না সে হাতে লিখে কাজ চালায়। অর্থাৎ সব কিছুরই বিকল্প ব্যবস্থা থাকে। তাই যে হাঁটতে জানে না সে হয়ত দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নেবেন না কিন্তু দাবা খেলে সহজেই অনেককেই কুপোকাত করতে পারেন।

তাহনী ইয়াসমিন
জেন্ডার ইকুয়িটি এন্ড ডিএসি কো-অর্ডিনেটর
এহেড প্রজেক্ট

কবিতাগুচ্ছ

স্বপ্ন ভাঙ্গার গান

মো: সাইফুল ইসলাম

কতো স্বপ্ন ভাঙ্গেরে ভাই
কতো মনের আশা
কতো হাসি থেমে যায়রে
ভাঙ্গে কতো বাসা।

মুখ লুকিয়ে কাঁদে কতো
হাজার লোকের ছেলে
যেই ছেলেরা ঘুরত শহর
মোটর বাইকে চড়ে।

কাঁদল আমার নিজের বাবা
তিনটে বছর ধরে
অতিরিক্ত বোঝা কেন
নিলো নিজের ঘাড়ে।

কাঁদে রুপার লক্ষী আপু
আঁচলে মুখ ঢেকে
সে যে উড়না পেঁচিয়ে চাকার সাথে
অটো রিক্সায় চড়ে।

স্বপ্ন ভাঙ্গল বারেক চাচার
গাছের থেকে পড়ে
বুঝেনি'ত বেলাল ভাই ও
এমন হতে পারে।

রিফাত ভাই ব্যাংকে যেত
সিএনজিতে করে
সিএনজিটাই উল্টে পড়ে
সেদিন উনার ঘাড়ে।

গার্মেন্টসের ঐ আপু সেদিন
ফ্যান্টাসী কিংডমে
ছিটকে পড়ে রাইড হতে সে
বেশি খুশির তোড়ে।

এমন করেই ভাঙ্গে স্বপ্ন
থামে সুখের হাসি
স্বপ্ন ছিলো যাদের চোখে
সদাই রাশি রাশি।

আমরা একদিন করবো জয়

আতিকুজ্জামান শাহেদ

সিআরপির মাঝারে,
রোগী আসে হাজারে;
ফিরে যখন বাড়ি যায়,
বোঝে সে কি চায়;
খুঁজে দেখে সমাজে,
তার মতো কেউ নাই।
প্রথমে সবাই থাকে পাশে,
পরে নিজের কাজে যায়।
ফিরে যদি পারতাম যেতে,
আমাদের দুনিয়াতে;
সেখানে আছে সবাই,
যাদের সাথে মিলে মতে।
মন যদি ভালো থাকে,
অন্ধকারে আলো থাকে;
মরণ কবে জানিনা,
যুদ্ধে যেন হারি না;
দেব এমন পরিচয়,
যা দেখে অন্যরা সাহস পায়;
দুনিয়াকে বলতে চাই,
আমরা একদিন করবো জয়।

আমরা সবাই মানুষ

সবাই এসো দৌড়ে কাছে
এই খেলায় অনেক মজা আছে;
কাউকে বাদ দিচ্ছি না,
তেমন ঝুঁকি নিচ্ছি না।
বিশেষ করে ছোট্ট যারা,
বলছি শুনো কারা কারা-
নানান রকম, নানান শিশু,
কারও আল্লাহ, কারও যীশু।
কেউবা চোখে কম দেখতে পায়,
কেউবা হুইল চেয়ারে হায়।
কেউবা কথা বলে না
কেউ আবার শুনে না
কেউবা চোখে দেখেও না।
কেউবা ভীষণ বুদ্ধিমান,
কারো আবার অল্প জ্ঞান।
ঘরবাড়ি নাই গরিব অতি
কেউবা আবার কোটিপতি।
তা যাই হোক,
আমরা সবাই মানুষ এই ধরায়,
রাখতে হবে মনে সবার।
শিশু শিশুই নাই তো তাদের কোন দল,
একই বিশ্বের মোরা সবাই শতদল।

একলাই গাই, একলাই ঠাই

ধীমান কুমার রায়

আমি একলাই গাই, একলাই ঠাই;
একলাই আমার জীবন।
এ জীবনে নেই তো কেউ
আমার আপনজন।
যারাই আমার আপন ছিল,
তারাই ছেড়ে গেছে;
এ জীবনে চাই না আর কাউকে জড়াতে।
আমি এমনে আছি,
ভালই আছি, আছি দারুন সুখে;
এ সুখের মজা কয়জনই বা বুঝে?
একলাই আমি এসেছি এই সুন্দর ভুবনে,
যেতে হবে একাই আমায় এই দুনিয়া ছেড়ে।
হবে না কেউ সঙ্গি-সাথী
যাবে না আমার সাথে,
যেতে হবে একাই আমায়
মায়ার বাঁধন ছেড়ে।

জীবন সংগ্রামে মানবজাতি

শারমিন রহমান(নিয়ন)

বাঁচতে হবে সকলকে,
সুখে ও দু:খে
হেসে খেলে সকলকে
মানতে হবে ক্ষণস্থায়ী জীবনটিকে।

জীবন সংগ্রামে আছি সবাই মেতে,
নইলে নেই যে কোন রেহাই,
নিশ্চিত হবে না যে মৌলিক অধিকার
অন্ন,বস্ত্র ও বাসস্থানের।

আরাম, আয়েশ, খাটাখাটনি,
বিলাসিতা ও দারিদ্রতার
পাশাপাশি লেখা
মানবজাতির জীবনী।

মায়ের আদর

আতিকুজ্জামান শাহেদ

ছোট্ট বেলায় ছিলাম ভালো,
থাকতাম মায়ের কোলে;
আলো-বাতাস পেতাম বেশি,
দোলনার উপর ঝুলে।
প্রতি সাঝে খেতাম ভাত,
দিতো ঠেসে ঠুসে;
না খেলে মা রেগে গিয়ে,
দিতো দু ঘা কষে।
বলতো বাবা এসে,
মারলে কোন দোষে?
কি করেছে তোমার ছেলে,
শোন এখন বসে;
পারব না আমি খাওয়াতে আর,
খাওয়াও তুমি এসে।
কি যে ভালবেসে,
খাওয়াতো আমায় ঠেসে।
মনে পড়লে তা,
বুকে লাগে ঘা।।

কর্মস্থলে অনিরাপত্তা এর জবাব দিবে কে?

সৈয়দা ফাহমিদা মালেক শৈলী

আমি মোসাম্মাৎ ফুলঝুরি,
গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে করতাম চাকুরী।
আমার স্বামী আর আমি
কাজ করতাম দুজন মিলে,
সংসার খরচ আর বাসা ভাড়া
দিয়ে দিন যেত চলে।
৯ মাসের গর্ভকালীন সময়ে
ছুটির জন্য আবেদন করি দুটি,
আমার ছুটি মঞ্জুর হলেও
ডেলিভারের আগের দিনও
মেলে না স্বামীর ছুটি।
ঘরে বসে একলা আমি
আছি প্রতীক্ষায়,
আমার স্বামী কর্মস্থলে
সকাল ৯-০০টায়।
হঠাৎ জোড়ে আওয়াজ পাই
কাছাকাছি কোথাও,
আটতলা একটি বিল্ডিং এর
মাঝখানটা নাকি হয়ে গেছে উধাও।
বিল্ডিং এ ফাটল ধরায়,
ব্র্যাকের বুথ সরিয়ে
নিয়েছে দুদিন আগেই,
আমাদের ফ্যাক্টরি বন্ধ
করলো না কেন
সেটা জানে শুধু মালিকেই।
আজ আমার কোলে দুধের বাচ্চা

তার বাবা হারিয়েছে,
কর্মস্থলে শ্রমিকদের অনিরাপত্তা
এর জবাব দিবে কে?
ধ্বস ধ্বস ধ্বস
রানা প্লাজায় ধ্বস,
আমাদের মতো শ্রমিকদের
হয়েছে কত লস।
অনেক শ্রমিক মারা গেছে,
যারা আছে বেঁচে,
বেঁচেও তারা মরে আছে
কেননা সব হারিয়েছে।
কেউ বা হারিয়েছে হাত,
কেউ বা হারিয়েছে পা,
কারো বা এমন কোমর ভাঙলো
যে দাড়াতে পারছে না।
পঙ্গুত্ব বরণ করে তারা
আজ চাকরি হারিয়েছে,
চাকরির জন্য যে
সুস্থ মানুষগুলো
আজ প্রতিবন্ধী হলো
এর জবাব দিবে কে?

প্রত্যয়ী

আতিকুজ্জামান শাহেদ

ওড়না, ওড়না, ওড়না,
পরিধানে চলে কন্যা;
উড়ায়ে খুশির বন্যা,
চলার পথে সে আনমনা।
পরিধানে আছে যা,
ভাবে আসেনি কখনো তা;
ছোট্ট একটি ভুলে,
গলায় প্যাঁচানোর ফলে,
সব আশা যায় চলে।
স্বপ্নেও ভাবো নাই যা,
না চাইতে ভুগতে হবে তা;
নিথর হবে হাত-পা,
পারবে না করতে তা,
আগে করতে যা।
শোন বোনেরা মোর কথা,
না রেখে মনে ব্যথা;
বলছি আমি যেটা,
স্মরণ রেখো সেটা।
থাকবে না যখন শক্তি,
হারাবে সবার ভক্তি;
যার জন্য দিতে জীবন,
চাইবে শুধুই তোমার মন,
করতে চাইবে বরণ,
আগে কেন করনি স্মরণ?
পৃথিবীটা বড় স্বার্থপর,
বিপদ আসলে বুঝবে, কে আপন কে পর।
তারপরও বলছি আমি,
বাকি জীবনটাও দামি,
পাশে না থাকলেও স্বামী;
পরিচয় দাও আসলে কে তুমি?
করতে চাও যদি জীবনকে জয়ী,
তবে হতে হবে প্রত্যয়ী।।

ভাবনা

আঁখিনুর খানম (জ্যোতি)

আমি স্বপ্ন দেখতে ভালবাসি
তোমার চোখে,
আমি হাসতে ভালবাসি
তোমার খুশিতে,
আমি কাঁদতে ভালবাসি
তোমার বেদনায়,

আমি গাইতে ভালবাসি
তোমার সুরে,
আমি আঁকতে ভালবাসি
তোমার মনের ক্যনভাসে।

আমি মুক্ত পাখির মত আকাশে উড়তে চাই
তোমার ডানায় ভর করে।
আমি মহা আনন্দে সমুদ্রে ভাসতে চাই
তোমার ডিঙ্গি নৌকায়।
আমি আষাঢ়ে বৃষ্টির মত অঝর ধারায় ঝড়তে চাই
তোমার মনের উঠানে।

আমি ঘুম ভাঙ্গানো পাখির মত
তোমার ঘুম ভাঙ্গাতে চাই।
আমি দখিনা হাওয়ার মত
তোমার মনে দোলা দিতে চাই।
আমি আকাশ থেকে এক মুঠো
সাদা মেঘ এনে তোমায় সাজাতে চাই।
আমি রং ধনুর সাত রং দিয়ে
তোমায় রাঙ্গাতে চাই।
জানি না কি ভাবছো আমায় তোমার চোখে,
কিন্তু সেতো আমি নই তোমারি চোখে।

আকাশ ছোঁয়া স্বপ্ন

নাম তার আকাশ। আকাশ ছোঁয়া স্বপ্ন তার। স্বপ্ন তার অনেক বড় হওয়ার। বাবা-মা ও ছয় ভাই বোনের সংসারে সেই সবচেয়ে বড়। এবার জে.এস.সি দিবে। অভাবের সংসারে বাবাই একমাত্র উপার্জনক্ষম। দিন আনতে পান্তা ফুরায় অবস্থা। বাবা অনেকবারই তাকে বলেছে, আমি একা তো আর সংসার চালাতে পারছি না। তোরাও একটু হাতে হাত লাগা। এমন অনেক দিনই গেছে যে আকাশকে না খেয়ে স্কুলে যেতে হয়েছে। আবার এমনও দিন আছে যে স্কুল থেকে এসে খাবার পায়নি। এটা নিয়ে আকাশ যদি তার মাকে কিছু বলেছে। জবাবে মা বলেছে, সে নিজেও না খেয়ে আছে। আকাশের বাবা দিনমজুর। যেদিন কাজ আছে সেদিন খাবার আছে। যেদিন কাজ নাই সেদিন খাবার নাই। আকাশের মা এ বাড়ি, ও বাড়ি কাজ করে কিছু খাবার জুটিয়েছে। আকাশ সিদ্ধান্ত নেয় সে কাজ করবে। ওয়েল্ডিং ফ্যাক্টরিতে সে পার্ট টাইম কাজ নেয়। সপ্তাহে ৩ দিন স্কুলে যায়। যেদিন স্কুলে যায় সেদিন রাতে সে ফ্যাক্টরিতে কাজ করে। একদিন রাতে সে কাজে ব্যস্ত, হঠাৎ আগুনের ফুলকীর মতো কিছু একটা তার চোখের ভেতর এসে ঢুকল। সে তো চোখে পুরো অন্ধকার দেখছে। তার চিৎকারে সহকর্মীরা সব ছুটে এসেছে। কেউবা গিয়ে পানি নিয়ে আসলো। চোখে পানির ঝাপটা দিলো। তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিতে হবে। রাত বেশি হওয়ায় আশেপাশে কোন যানবাহন পাচ্ছিল না। ফ্যাক্টরির নিজস্ব কোন যানবাহন বা অ্যাম্বুলেন্স নেই।

আমাদের দেশের বেশিরভাগ কর্মস্থলেই শ্রমিকরা অসুস্থ হলে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কোন যানবাহন সুবিধা পায় না। যা হোক সহকর্মীদের খোঁজাখুঁজিতে অবশেষে ১ ঘন্টা পর ১টা ভ্যান পাওয়া গেলো। নিয়ে যাওয়া হল হাসপাতালে। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার জন্য কোন ডাক্তার পাওয়া গেলো না। কেননা সেটা ছিল একটা গ্রাম। আর গ্রামে অবস্থিত সরকারী হাসপাতালের বেশির ভাগ ডাক্তাররা শহরে বসে থাকে আর মাস শেষে গ্রামে গিয়ে টাকা নিয়ে আসে। অনেক খুঁজাখুঁজির পর ১ জন ডাক্তারকে তার বাসা থেকে ডেকে আনা হল। তিনি প্রাথমিক চিকিৎসা দিলেন। ওয়ার্ডে ভর্তি করাতে বললেন। ওয়ার্ড খালি না থাকাতে ঐ রাত বারান্দায় শুয়েই কাঁটালো। ৪ দিন পর ওয়ার্ড পেল। পুরো খরচ বহন করল ছেলেটির পরিবার ও সহকর্মীরা। ফ্যাক্টরি কর্তৃপক্ষ কোন টাকা তো দিলই না উলটো চোখ হারানোর কারনে ছেলেটি চাকরিটা হারাল। ফ্যাক্টরিতে টাকা চাইলে তারা বলে ছেলেটি নিজের দোষে চোখ হারিয়েছে এজন্য কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন যে আমাদের দেশে ওয়েল্ডিং ফ্যাক্টরিগুলোতে শ্রমিকদের ওয়েল্ডিং চশমা দেওয়া হয় না। অথচ শ্রমিকদের নিরাপত্তার স্বার্থেই প্রতিষ্ঠানের উচিত শ্রমিকদের ওয়েল্ডিং চশমা পরতে দেওয়া। আর যে সব শ্রমিক পরবে না, তাদের কাজ করতে না দেওয়া। যদি আকাশ চশমা পরতো তাহলে আকাশকে এমন দুর্ঘটনার শিকার হতে হতো না।

সামনেই জে.এস.সি পরীক্ষা। আকাশের সহপাঠীরা সবাই পড়ালেখা নিয়ে ব্যস্ত। আকাশ শুয়ে আছে বিছানায়। ডাক্তার বলেছে বিশ্রাম নিতে। তার বাম চোখটা এখন পুরোপুরিই নষ্ট, আর ডান চোখে সে ঝাপসা দেখে। ঝাপসা চোখেই সে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। বিশাল আকাশ, যে আকাশ ছোঁয়া যায় না। তেমনি বিশাল স্বপ্ন ছিল তার। সীমাহীন আকাশের মতই।

সৈয়দা ফাহমিদা মালেক,
স্বেচ্ছাসেবী,
প্রকাশনা ও যোগাযোগ বিভাগ

প্রতিবন্ধী মানুষ বোঝা নয়, হতে পারে সম্পদ

আমাদের দেশে অধিকাংশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মূল প্রেরণার উৎস হল তার পরিবার। প্রতিবন্ধী মানুষ বিশ্ববৈচিত্রের ভিন্ন রূপমাত্রা নয়। তাদেরকে অবহেলা বা আলাদা চোখে দেখার কোন যৌক্তিকতা নেই। বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই প্রতিবন্ধী মানুষদের সম্পর্কে নানা ধরনের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও কুসংস্কার রয়েছে। এটা এক ধরনের সামাজিক গোঁড়ামিও বলতে পারেন। এই ধারনাগুলো শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের অধিকার আদায় ও নিজের যোগ্যতা প্রমাণের মূল অন্তরায় হিসেবে কাজ করছে। কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গিগুলো পরিবর্তন করতে হবে। সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজের সব মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করে, এর জন্য সবাইকে এক হয়ে কাজ করতে হবে। সৃষ্টি করতে হবে বৈষম্যহীন প্রতিবন্ধীবান্ধব তরুণ সমাজ। এর জন্য রাষ্ট্রকে আরও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

খুব অদ্ভুত একটা ব্যাপার হল সমাজের খুব কম সংখ্যক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি আছে যারা সঠিকভাবে নিজেকে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেন। কারণ তাদের মধ্যে ঐ স্পৃহাটাই নেই নিজেকে যোগ্য ও দক্ষ করে গড়ে তোলার। কেউ তাদেরকে উৎসাহ বা অনুপ্রেরণার মনোমুগ্ধকর আলো দেখায় না। সবসময় হয়তো শুনতে হয়েছে, তোকে দিয়ে কি হবে? তোকে দিয়ে কিছুই হবে না। সবসময় যেন সহানুভূতি, ব্যঙ্গাত্তক কথাবার্তা এর ফলে সামনের দিকে এগিয়ে চলার কর্মস্পৃহাই নষ্ট হয়ে যায়। পরনির্ভরশীলতা নয়, জেগে উঠতে হবে আত্মনির্ভরশীল হয়ে।

এর জন্যে প্রথমেই শুরু করতে হবে মা-বাবা, আত্মীয় স্বজন, তারপর সমাজ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমান অধিকার সর্বক্ষেত্রে (শিক্ষা, চাকরি, বাসস্থান) সব দিতে হবে। তাদেরকে মানবসম্পদে পরিণত করতে হবে। আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে না দেখে সমভাবে মুল্যায়িত করতে হবে। পরনির্ভরশীলতার দায় থেকে মুক্ত করতে হবে। সমাজের বৈষম্যতার ছাপ থেকে রক্ষা করে এই সমাজে মুক্তভাবে বেঁচে থাকার পরিপূর্ণ অধিকার দিতে হবে। কর্মক্ষেত্রে তাদের মেধাকে সঠিকভাবে কাজে লাগালে তারা এক সময় বিশ্বজয়ের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে পারবে। আমার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে লেখা ছোট্ট একটি কবিতা দিয়ে শেষ করছি।

কেমি আমার নাম,
উপস্থিত সবাইকে সালাম।
এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র ছাত্রী-
জীবন পথের অভিযাত্রী।
স্বাভাবিক হাঁটতে পারি না তা ঠিক,
কিন্তু দৌড়াতে পারি দিক-বিদিক।
লোকে বলে আমি নাকি প্রতিবন্ধী,
বিপদে করি না কোন সন্ধি।
বড় হতে এসব কোন বাধা নয়,
মানুষ যা চায় তাই হয়।
করুণা নয়, দোয়া করবেন সকলে,
চেষ্টা যেন আমার না যায় বিফলে।
এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম যেন কুড়াতে পারি,
হতে পারি এক অনন্য নারী।

রাশনা শারমিন কেমি
প্রজেক্ট অ্যাসিসটেন্ট
এহেড প্রজেক্ট

ওড়না

পড়তে বসলে পিছন থেকে চুলটা টেনে দেয় দৌড়। আমি আর আমার মা যখন রুদ্ধশ্বাসে সিরিয়ালের নায়িকার করুণ পরিণতি দেখছি তখন হুট করে এসে চ্যানেলটা চেঞ্জ করে দিবে আর গলা ফাটিয়ে পাশের রুমে পেপার পড়তে থাকা বাবাকে ডেকে বলবে- খবর শেষ হয়ে যাচ্ছে বাবা তাড়াতাড়ি আসো। খেতে যখন বসি তখন আমার পাত থেকে ইচ্ছে করেই মাছ ভাজা অথবা মুরগির লেগ পিসটা বদলে নিবে। ওর ধারণা মা আমাকে বেশি আদর করে। অবশ্য ভাইদের সাথে এমন করতে সাহস পায় না। শুধু আমার সাথেই রাজ্যের যত বাঁদরামি। তবে ওর মানে আমার ছোট বোন ছুটির সব বাঁদরামি সহ্য করতে পারি কিন্তু আমার সুন্দর সুন্দর ওড়নার প্রতি ওর লোভটা সহ্য করতে পারি না।

মানুষ শখ করে স্ট্যাম্প জমায়, ফুলের বাগান করে, পাখি পোষে, গল্পের বই জমায়। আমার এসব শখ নাই। আমি শুধু ওড়না জমাই। আমার ওয়ার্ডড্রপে লাল ওড়না, নীল ওড়না, মালটি কালারের ওড়না আছে। বাটিক, চুন্দ্রি প্রিন্ট, টাই এন্ড ডাই, জামদানি, সিল্ক, নকশি কাঁথার ডিজাইনের ওড়না আছে। এমনকি মায়ের বাতিল করা শাড়ি কেটেও আমি ওড়না বানাই। ওড়নাগুলোর খুব যত্ন করি। সুন্দর করে ধুয়ে ইস্ত্রি করে ন্যপথলিন দিয়ে রাখি। এমনকি রাতে ঘুমানোর সময় যে ওড়নাটা গায়ে থাকে সেটাকে খুলে সুন্দর করে ভাজ করে বালিশের নিচে রাখি। সকালে ঘুম থেকে উঠে যখন ওটা আমার গায়ে দেই তখন একদম নতুনের মতো মনে হয়। আর ছুটি সুযোগ পেলেই আমার ওড়না গায়ে দিয়ে বাইরে চলে যায়। ভাগ্যিস ওদের স্কুলে স্কুলড্রেস ছাড়া অন্য কোন ওড়না এলাউ করে না। তাহলে তো প্রতিদিনই আমার কালেকশনে হাত পড়তো। ছুটি

পড়ে ক্লাস সেভেনে আর আমি কলেজে সেকেন্ড ইয়ারে। ছুটি প্রায়ই আমাকে বলে দিদিয়া তুই শ্বশুরবাড়ি যাবার সময় আমাকে তোর সবগুলো ওড়না দিয়ে যাবি। আমি বলি আহারে শ্বশুরবাড়ি গেলে তো! পড়াশোনা শিখে আগে নিজের পায়ে দাঁড়াবো বুঝলি। আর আজকাল শ্বশুরবাড়িতেও বউদের সেলোয়ার কামিজ ওড়না এলাউ করে। তো নো চিন্তা ডু ফুর্তি। আমি গেলে আমার এতদিনের কালেকশন নিয়েই যাব। ছুটি মুখ গোমড়া করে বসে থাকে। আর আমি ওর গোমড়া মুখের দিকে তাকিয়ে মিটমিট করে হাসি। গা জ্বালানো হাসি। এটা দেখে ও আরও রেগে যায়।.....।

কিন্তু আমার মাথার ভেতর এখন এইসব চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে কেন? আমি, মা, বাবা, ভাইরা মানে আমরা সবাই এখন অপারেশন থিয়েটারের সামনে অপেক্ষা করছি। আমাদের এক একটা মুহূর্ত গভীর উৎকণ্ঠায় কাটছে। ছুটি এখন ওটিতে। ওর অপারেশান হচ্ছে। আজ সকালে আমি, মা আর ছুটি ইজিবাইকে করে শপিং এ যাচ্ছিলাম। তিনজনে খুব গল্প করছিলাম। ছুটি শখ করে আমার একটা সিল্কের ওড়না পড়েছে। খুব বায়না করছিলো ওড়নার জন্য তাই আমিও দিয়ে দিলাম। না দিলেই মনে হয় ভালো হতো। ছুটি আর আমি মাকে বলেছিলাম এই ঈদে আমরা কে কি রকম জামা নিবো। গল্প করতে করতে কখন যে ওর ওড়নাটা ইজি বাইকের মোটরের সাথে আটকে গেলো খেয়াল করিনি।

হঠাৎ ওর আর্তচিৎকারে আমি আর মা হতভম্ব হয়ে যাই। তাকিয়ে দেখি ছুটির গলায় ওড়না ফাসের মতো আটকে গেছে। তাড়াতাড়ি বাইক থামাতে বলি। ড্রাইভার আটকে যাওয়া ওড়নার অপর প্রান্ত খোলার চেষ্টা করে। আমি আর মা অজ্ঞান হয়ে যাওয়া ছুটিকে কাছের হাসপাতালে নিয়ে যাই। ওখান থেকে ডাক্তার ছুটিকে সিআরপিতে রেফার করে। মেরুরজ্জুতে আঘাত প্রাপ্তদের জন্য বাংলাদেশের একমাত্র প্রতিষ্ঠান সিআরপি। এখানেই ছুটির অপারেশন হচ্ছে। মেরুরজ্জুতে আঘাতের ফলে ছুটির হাত-পা অবশ হয়ে গেছে। ছুটি কি আর হাঁটতে পারবে না? ওকে হুইলচেয়ারেই চলাফেরা করতে হবে? এই সব নানা প্রশ্ন আমার মাথার ভেতর যন্ত্রণা করছে। বারবার আল্লাহকে বলছি, আল্লাহ অপারেশন যেন সাকসেসফুল হয়।

আমি মা-বাবার কান্না থামাতে পারছি না। মা বারে বারে বলছে আমি পাশে থাকার পরও এরকম হল? বলেই আবার অজ্ঞান হচ্ছে। আমি মনে মনে প্রমিস করছি ছুটি তোর অপারেশন সাকসেসফুল হলে আমার সব শখের ওড়নাগুলো তোকে দিয়ে দিবো। প্লিজ তুই সুস্থ হয়ে ওঠ। প্লিজ ছুটি প্লিজ।

আচ্ছা ছুটি কি সুস্থ হবে? আবার আগের মতো নিজের পায়ে দাড়াতে পারবে? নাকি ওড়না পেঁচিয়ে মেরুরজ্জুতে আঘাতের ফলে আর হাঁটতে পারবে না। হুইল চেয়ারে বন্দি জীবনই হবে ওর সঙ্গি। উফঃ আর ভাবতে পারছি না।

ফারজানা সেলিমা শারমিন রুমা,
সিনিয়র রিসিপশনিস্ট

প্রবেশগম্যতাই অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারে

বর্তমানে বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের দেশ অনেক উন্নতি করছে। তবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুরক্ষা আইন ২০১৩ সংসদে পাশ হওয়া সত্ত্বেও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিশেষ প্রবেশগম্যতার বিষয়টি এখনও ভালভাবে কার্যকর হয়নি। বাংলাদেশে প্রায় ১৬ কোটি মানুষের মধ্যে ১ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষ কোন না কোন ভাবে প্রতিবন্ধিতার শিকার। তার মধ্যে শারীরিক প্রতিবন্ধী মানুষের সংখ্যা বেশি। এজন্য আমাদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভবন, রাস্তাঘাট, বাস টার্মিনাল, লঞ্চ, রেলস্টেশন এগুলো প্রতিবন্ধী সহায়ক হতে হবে। গণস্থাপনায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রবেশগম্যতা নিশ্চিতকল্পে বিল্ডিং কন্সট্রাকশন ধারা ১৯৫২ (১৯৫৩ সালের পূর্ব বাংলা ধারা ২) ও তদধীন প্রণীত বিধিবিধান অনুসরণ করতে হবে।

ধারায় আরও বলা আছে সরকারী ও বেসরকারি ভবন, স্কুল, কলেজ, মসজিদ, মন্দির, পার্ক, শপিং সেন্টার, বিনোদন কেন্দ্র সব জায়গায় প্রতিবন্ধী প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করতে হবে এবং প্রয়োজনে আইনি ব্যবস্থা নিতে পারবে। কিন্তু সরকারের এতো নিয়ম থাকা সত্ত্বেও তেমন কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে র‍্যাম্প থাকতে হবে। এমন অনেক স্কুলই দেখা যায় যেখানে র‍্যাম্প আছে কিন্তু তা ব্যবহার উপযোগী নয়। উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের পাশের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন র‍্যাম্প বা ক্যাপসুল লিফট নেই।

উন্নত দেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যবহার উপযোগী শৌচাগারের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু আমাদের দেশে কোথাও এর কোন ব্যবস্থা নেই। আমরা শুধু মুখে বলেই শেষ। আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবসে সরকারী পর্যায়ে যারা বক্তব্য দেয় তারা এ ব্যাপারে কিছুই বলে না, কিন্তু আমাদের বলার সুযোগ থাকলে আমরা এ ব্যাপারে বলতে পারতাম। সাভারে ও ঢাকায় অনেক হাসপাতাল আছে এমনকি সিআরপির বাইরে দোকান, হোটেল, বিউটি পার্লার কোন কিছুই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যবহার উপযোগী না। ফুটপাত দিয়ে চলাচল করা যায় না, তা হকারদের দখলে। যারা নতুন ভবন তৈরি করে তারা সরকারী নিয়ম না মানায় বিল্ডিংগুলো প্রতিবন্ধী সহায়ক হয়ে উঠে না।

গণপরিবহনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আসন সংরক্ষিত থাকলে কি হবে তাতে লাভ নেই কেননা কোন গণপরিবহনেই প্রতিবন্ধী ব্যবহার উপযোগী র‍্যাম্প নাই। ফলে শারীরিক প্রতিবন্ধীরা বাসে উঠতেই পারে না।

যাই হোক আমাদের সবার জায়গা থেকেই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার নিয়ে সজাগ ও সচেতন থাকা উচিত এবং তাদেরকে সহায়তা করা উচিত। তাহলেই পরিবেশকে প্রতিবন্ধীবান্ধব করা সম্ভব।

মোঃ রুবেল রানা
হ্যান্ড থেরাপি ইউনিট
অকুপেশনাল থেরাপি

নান্টু মিয়ার মোটর বাইক

মোঃ নান্টু মিয়া বয়স ৪৮ বছর। সিআরপিতে ০৬ সেপ্টেম্বর ২০০৬ সালে আসেন। দুর্ঘটনা জনিত কারনে তার ট্রমাটিক প্যারাপ্লিজিয়া ঘটে। উনি ট্রেন থেকে নামার সময় পা পিছলে পড়ে যান। জয়পুরহাট জেলার সদরে উনি বসবাস করেন। এক মাস তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহন করেন এবং পরে তাকে সিআরপিতে রেফার করা হয়। প্রায় সাত মাস সিআরপির রিহ্যাব প্রোগ্রামে থাকার পর ১২ এপ্রিল ২০০৭ সালে তাকে হুইলচেয়ার দিয়ে ডিসচার্জ করা হয়। রিহ্যাব শেষ করে উনি তার পুরাতন পেশা মটর মেকানিক হিসেবে কাজ শুরু করেন। উনার তিনটি কন্যা সন্তান আছে এবং বড় মেয়েটি শিক্ষকতা পেশার সাথে যুক্ত। উনার ছেলে বন বিভাগ এ কর্মরত। এখন তিনি তার ওয়ার্কশপ এর সুপারভাইজার। উনি ফলোআপ প্রোগ্রামের আওতায় রয়েছেন। ৩০ মার্চ ২০১৬ তারিখে উনার ফলোআপ করা হয়েছে। তার পেপটিক আলসার সহ প্রচন্ড ব্যাথা হওয়ায় এক মাস আগে তিনি পনের দিনের জন্য হাসপাতালে ছিলেন। এখন তিনি ভালো আছেন। শুরু থেকেই তিনি উদ্ভাবক মনের অধিকারি ছিলেন এবং সম্প্রতি তিনি একটি পাওয়ারড হুইলচেয়ার বানিয়েছেন নিজের ব্যবহারের জন্য। উন্নত প্রযুক্তির মেশিন এবং পার্টস ব্যবহার করেছেন যা তৈরী করতে প্রায় আশি হাজার টাকা খরচ হয়েছে। এখন তিনি সহজেই তিন চাকার মটর বাইকে ৩৫ কি:মি: যাতায়ত করতে পারেন।

সিআরপি সংবাদ

ড. ভেলরি টেইলরের এইচআরপিবি এ্যাওয়ার্ড-২০১৫ অর্জন

২০১৫ সালের ২৮ নভেম্বর সিআরপি'র প্রতিষ্ঠাতা ও সমন্বয়কারী ভেলরি এ. টেইলর সিআরপির মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার আদায়ের লক্ষে কাজ করার জন্য এইচআরপিবি এ্যাওয়ার্ড-২০১৫ পেয়েছেন। হিউম্যান রাইটস এন্ড পিস ফর বাংলাদেশ (এইচআরপিবি) উক্ত অনুষ্ঠানটির আয়োজন করে। অনুষ্ঠানটি সুপ্রিম কোর্ট বার অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটির প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশের সম্মানিত প্রাক্তন প্রধান বিচারক মোঃ তোফাজ্জল ইসলাম। এইচআরপিবির প্রেসিডেন্ট এডভোকেট মঞ্জিল মোর্শেদ অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করেন।

আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ২০১৫

২০১৫ সালের ৩ ডিসেম্বর সিআরপি একাগ্রতা, নিষ্ঠা আর আগ্রহের সাথে আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ২০১৫' উদযাপন করে। প্রতিবন্ধী মানুষদের সমাজের মূলস্রোতধারায় আনা, তাদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ও সাহায্যের গতি তরান্বিত করার জন্য হুইল চেয়ার ব্যবহারকারী, সেচ্ছাসেবক, স্টাফ, সাংবাদিক এবং অতিথিরা সবাই মিলে সি আর পি-সাভার থেকে শিমুলতলা পর্যন্ত একটি র‍্যালি নিয়ে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে মানব বন্ধন তৈরি করে। সেখান থেকে সিআরপি তে ফিরে এসে হুইল চেয়ার বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ও তারপর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ড. ফারজানা ইসলাম। তিনি বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করেন আর সিআরপি'র মুখচিত্রশিল্পি ইব্রাহিম তার আঁকা একটি ছবি তাকে উপহার দেয়। এছাড়াও মঞ্চে আসীন ছিলেন সিআরপির নির্বাহী পরিচালক মোঃ শফিকুল ইসলাম। এছাড়াও বঙ্গবন্ধু কনফারেন্স কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠানে সিআরপির অংশগ্রহন, সাভার উপজেলা উন্নয়ন ফোরামের র‍্যালি এবং সিআরপির প্রত্যেকটি শাখায় এই দিনটি তাৎপর্যপূর্ণভাবে উদযাপিত হয়।

যুক্তরাজ্যের মন্ত্রীর সিআরপি পরিদর্শন

২০১৫ সালের ৯ ডিসেম্বর যুক্তরাজ্যের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রী ব্যারোনেস ভারমা সিআরপি পরিদর্শন করতে আসেন। উইলিয়াম এন্ড মেরী টেইলর স্কুলের শিক্ষার্থীরা তাকে ফুল দিয়ে স্বাগত জানায় এবং মুখচিত্রশিল্পী আলামিন তাকে একটি চিত্রকর্ম উপহার দেয়। তারপর সিআরপির নির্বাহী পরিচালক মোঃ শফিকুল ইসলাম সিআরপির কার্যক্রম সম্পর্কে বক্তব্য উপস্থাপন করেন। মন্ত্রী মহোদয় সিআরপির বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শন করেন এবং কিছু রোগীদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। পরিদর্শন শেষে এবং সিআরপির কার্যক্রম দেখে তিনি সিআরপিকে সর্বাত্মক সাহায্য করতে সম্মত হন।

সিআরপির ৩৬ তম জন্মদিন

১৯৭৯ সালের ১১ডিসেম্বর সিআরপি তার যাত্রা শুরু করে। যেহেতু ১১ই ডিসেম্বর সাপ্তাহিক ছুটির দিন ছিল তাই ২০১৫ সালের ১৩ ডিসেম্বর সিআরপি তার জন্মদিন উদ্‌যাপন করে। আয়োজকরা সিআরপির প্রতিষ্ঠাতা ভেলরি

এবং নির্বাহী পরিচালককে ফুল দিয়ে বরণ করে স্বাগত জানায় এবং তারা এক ঝাক বেলুন উড়িয়ে দিনটি উদ্বোধন করেন। তারপর সকল কর্মকর্তা, রোগী, উইলিয়াম এন্ড মেরি টেইলর স্কুলের বাচ্চারা সিআরপির রেডওয়ে হলে জড়ো হয় সেখানে স্কুলের প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীরা নৃত্য পরিবেশন করে। সিআরপিতে দীর্ঘদিনব্যাপি কর্মরত কিছু স্টাফ তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করে। সবশেষে কেক কাটার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

সিআরপিকে কোট্‌স বাংলাদেশের উপহার

২০১৫ সালের ১৯ ডিসেম্বর সুপরিচিত কোম্পানি এবং সিআরপির শুভাকাঙ্খী কোটস বাংলাদেশ সিআরপিকে কিছু উপহার প্রদান করে। ৩ রা ডিসেম্বরের তারা সিআরপি - গনকবাড়ীতে ওয়ার্কশপ পরিদর্শন করেন এবং শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যঝুকির বিষয়গুলো নিয়ে পরীক্ষা করেন। ১৭ ই ডিসেম্বর পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে সিআরপি-গনকবাড়ীতে তারা 'কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও ঝুঁকি' বিষয়ক একটি কর্মশালার আয়োজন করে। সবশেষে তারা সিআরপি'র নির্বাহী পরিচালককে কিছু উপহার হস্তান্তর করেন, যেমনঃ শ্রমিকদের জন্য ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সামগ্রী, সুতা, উইলিয়াম এন্ড মেরি টেইলর স্কুলের বাচ্চাদের আঁকা ছবি সম্বলিত ক্যালেন্ডার এবং তাদের কিছু নিউজলেটার। এছাড়াও তারা ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করা শ্রমিকদের সনদও প্রদান করেন।

ভেলরী টেইলরের পাবলিক হেলথ ফাউন্ডেশন এ্যাওয়ার্ড অর্জন

সিআরপির প্রতিষ্ঠাতা এবং সমান্বয়কারী ভেলরি এ. টেইলর বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্য খাতে অবদানের জন্য পাবলিক হেলথ ফাউন্ডেশন এ্যাওয়ার্ড ২০১৫ অর্জন করেন। বাংলাদেশ জনস্বাস্থ্য ফাউন্ডেশনের আয়োজনে ৯ ডিসেম্বর, ২ দিনের কনফারেন্সের পর সমাপনী দিনে পুরস্কারটি দেওয়া হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন এবং রিসার্চ ইন্সিটিউট এর প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি প্রফেসর আব্দুল মালিক। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমান এবং আইসিডিডিআরবির সহকারি পরিচালক আব্বাস ভুঁইয়া। পিএইচএফবি এর চেয়ারম্যান প্রফেসর মুজাহেরুল হক, সিইও অধ্যাপক শারমিন ইয়াসমিন এবং ফেইথ বাংলাদেশের ভাইস চেয়ারপারসন নিলুফার আহমেদ করিম অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন। ভেলরি টেইলরের সাথে থেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংস্থার নির্বাহী পরিচালক হোসনে আরা বেগম ও জনস্বাস্থ্য ফাউন্ডেশন এ্যাওয়ার্ড পান।

সিআরপি গনকবাড়ীতে অনুষ্ঠিত বাডি প্রশিক্ষণ কর্মসূচী

১৩ জানুয়ারী ২০১৬ সিআরপির গনকবাড়ীতে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কর্মকর্তা কর্মচারীরা একটি বাডি প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করে। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি মার্কস এন্ড স্টার্ট ইন্ডাষ্ট্রিয়াল প্রজেক্টের অন্তর্ভুক্ত। বাডি প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে একজন প্রশিক্ষণার্থী জানতে পারে কিভাবে একটি নতুন কর্ম পরিবেশে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। যখন কোন কর্মচারী নতুন ফ্যাক্টরীতে প্রবেশ করে তখন সব কিছুই তার কাছে নতুন লাগে যেমন ফেক্টরীর পরিবেশ, সহকর্মী, সুইং কক্ষ, যন্ত্রপাতি, সুপারভাইজার, লাইন চীফ এবং অন্যান্য সব কিছু। তাই এই বাডি প্রশিক্ষণ এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীরা নতুন পরিবেশ, মানুষ ও অন্যান্য বিষয়গুলোর সাথে নিজেকে খাপ খাওয়াতে সক্ষম হবে। প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে ১৫টি ভিন্ন কারখানার কর্মকর্তারা এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে অংশ নিয়েছিল।

সিডাব এর ১৪তম নির্বাহী কমিটি আলোচনা সভা

২৩ জানুয়ারী ২০১৬ শনিবার সিআরপির সভাকক্ষে স্পাইনাল কর্ড ইনজুরীস ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েসন (সিডাব) এর ১৪তম নির্বাহী কমিটির আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন সিডাব এর চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার অনিল কুমার ভৌমিক এবং পরিচালনা করেন সাধারন সম্পাদক মোঃ জাহিরুল ইসলাম। উক্ত আলোচনা সভায় সিআরপির প্রতিষ্ঠাতা ও সমন্বয়কারী ড. ভেলরী এ টেইলর এবং নির্বাহী পরিচালক মোঃ শফিকুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। উক্ত আলোচনা সভায় তারা সিডাব এ একজন প্রজেক্ট অফিসার নিয়োগ এবং স্পাইনাল কর্ড আক্রান্ত ব্যাক্তির দৈনিক জীবন পরিচালনা করা বিষয়ক একটি পুস্তক ছাপানোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন। ভেলরী সাংগঠনিক কার্যক্রম আরও উন্নত ও জাতীয় পরিচিতি অর্জন করতে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

স্ত্রীরোগবিদ্যা ও মহিলাদের স্বাস্থ্যের জন্য ফিজিওথেরাপি বিষয়ক সেমিনার

১৭ জানুয়ারী ২০১৬ সিআরপির ফিজিওথেরাপি বিভাগ গাইনোকোলজী ও মহিলাদের স্বাস্থ্যের জন্য ফিজিওথেরাপি - বাংলাদেশে বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যত সম্ভাবনা বিষয়ক সেমিনারের আয়োজন করে। এটি সিআরপি মিরপুর এর তিন দিনের সনদ প্রশিক্ষন কোর্সের প্রেক্ষিতে হয়। সেমিনারের স্লোগান ছিল মহিলাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি জাতির উন্নতি।

এই সেমিনারে প্রধান বক্তা ছিলেন যুক্তরাজ্যের পোর্টসমাউথ সলেন্ট এনএইচএস এর মহিলা স্বাস্থ্য বিষয়ক বিশেষজ্ঞ অ্যান ভেস্টারগার্ড এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যান মন্ত্রী ড. আবুল কালাম আজাদ। সিআরপির নির্বাহী পরিচালক মোঃ শফিকুল ইসলাম তার শুভেচ্ছা বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু করেন। তারপর সিআরপির হেড অফ প্রোগ্রাম , ফিজিওথেরাপী বিভাগের প্রধান ও শিক্ষাণবীশ ফিজিওথেরাপীস্টরা সবাই বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

উইলিয়াম ও মেরী টেইলর স্কুলের বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগীতা

সিআরপির উইলিয়াম ও মেরী টেইলর স্কুল তাদের বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগীতা ২৭ জানুয়ারী ২০১৬ তারিখে উদযাপন করে। এই ক্রীড়া অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন সিআরপির প্রতিষ্ঠাতা ড. ভেলরী এ টেইলর এবং এই অনুষ্ঠানে স্কুলের সকল ছাত্রছাত্রী, শিক্ষকবৃন্দ ও অভিভাবকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সিআরপি'র দীর্ঘ দিনের বন্ধু লিজ টিমস্ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে সময় কাটান। এই সময় ভেলরী এ টেইলর লিজকে সঙ্গ দেন।

প্রায় ২৯৪ জন ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন প্রতিযোগীতায় অংশ নেয় যাদের মধ্যে ১১০ জন শারিরিকভাবে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার শিকার। সব মিলিয়ে মোট ৪৫টি ইভেন্ট ছিল যেখানে বেশ

কিছু ইভেন্টে হুইল চেয়ার ব্যবহারকারী ও অব্যবহারকারীদের সম্মিলিত ভাবে খেলায় অংশ গ্রহন করেছেন। সিআরপির উইলিয়াম ও মেরী টেইলর স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ ও অভিভাবকবৃন্দরাও এই ক্রীড়া প্রতিযোগীতায় অংশ নেয়। দিন শেষে লিজ টিমস্ বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরন করেন।

বাৎসরিক স্পন্সরড্ ওয়াক (সৌজন্য হাঁটা)-২০১৬

গুলশান লেক পার্ক এলাকায় শুক্রবার ৫ ফেব্রুয়ারী ২০১৬ সকাল ৮টায় সিআরপি বাৎসরিক স্পন্সরড্ ওয়াক এর আয়োজন করে। এই আয়োজনের উদ্দেশ্য হলো সাধারন মানুষকে প্রতিবন্ধীতা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা এবং এর পাশাপাশি রোগীদের পূর্নবাসনের জন্য আর্থিক অনুদান সংগ্রহ করা। এই বছর স্পন্সর ওয়াক এর স্লোগান হলো "বাঁধ ভাঙো, দুয়ার খোল: একীভূত সমাজ গড়" ।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এর ছাত্র ছাত্রী, শিক্ষক এবং অভিভাবকরা এই সৌজন্য হাঁটায় অংশ নেয়। গুলশান ক্লাবের সদস্য, গুলশান সোসাইটি এবং বিদেশী স্বেচ্ছাসেবকরাও এতে অংশ নেয়। এই ওয়াকের নেতৃত্ব দেন সিআরপির নির্বাহী পরিচালক মোঃ শফিকুল ইসলাম। বেশ কিছু সংখ্যক রোগী, উইলিয়াম ও ম্যারী টেইলর স্কুলের শিশুরা এবং সিআরপির কর্মকর্তারা অংশ গ্রহন করে।

কানাডিয়ান হাই কমিশনের পরিদর্শন

২০১৬ সালের ১৫ তারিখে কানাডিয়ান হাই কমিশনার হিস এক্সেলেন্সি বেনইট-পিয়েরে লারামী সিআরপি পরিদর্শন করেন। উইলিয়াম মেরি টেইলর স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা তাকে ফুল দিয়ে অভিনন্দন জানায়। সিআরপির মুখচিত্রশিল্পী আল-আমিন তাকে একটি চিত্রকর্ম উপহার দেয়। সিআরপির নির্বাহী পরিচালক সফিকুল ইসলাম সিআরপির কার্যক্রম সম্পর্কে একটি সচিত্র বক্তব্য প্রদান করেন। সিআরপির প্রতিষ্ঠাতা ও সমন্বয়কারী ভেলরি টেইলর ও এফসিআরপি-কানাডার প্রতিষ্ঠাতা ক্যারোলিন স্কট পিয়েরে লারামীকে সঙ্গ দেন। তিনি সিআরপি কর্তৃক কার্যক্রম ও সেবাগুলোর প্রশংসা করেন। হাই কমিশনার সারা বাংলাদেশ জুড়েই সিআরপির কার্যক্রম প্রসারের ব্যাপারে পরামর্শ দেন।

আফসার হোসেন সিআরপি- রাজশাহীর' উদ্বোধন

২০১৬ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে ১১টায় রাজশাহীর রাজপারার রাজশাহী কোর্টের মহিষবাথান দারুস সালাম আলিয়া মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে 'আফসার হোসেন সিআরপি-রাজশাহীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন রাজশাহী-২ এর সম্মানিত সংসদ সদস্য ফজলে হোসেন বাদশা। বিশেষ অতিথি ছিলেন অবঃ বিগ্রেডিয়াল জেনারেল আব্দুল মোমেন, বিগ্রেডিয়াল জেনারেল এ এফ এম রফিকুল ইসলাম, রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক প্রফেসর ডঃ মাসুম হাবিব এবং প্রিন্সিপাল ডঃ শামসুল আলম এবং অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার মোঃ ফজলে রাব্বি। এছাড়াও টিআরপির চেয়ারম্যান মুহাম্মাদ সাইদুর রহমান অনুষ্ঠানে আসন গ্রহন করেন।

ঐ অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে আসন গ্রহণ করেন সিআরপির প্রতিষ্ঠাতা ও সমন্বয়কারী ভেলরি এ টেইলর। উক্ত অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সি আর পির নির্বাহী পরিচালক মোঃ শফিকুল ইসলাম, এফ সিআরপির-কানাডার প্রতিষ্ঠাতা ক্যারোলিন স্টক, রাজশাহী অ্যাডভাইসরি কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং সিআরপি-রাজশাহীর কর্মচারীবৃন্দ। প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথির ভাষণের পরপরই কোরআন তেলওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। সেরিবিয়াল পালসি আক্রান্ত দুইজন মেয়ের ভেতর একজন "লিচু চোর" কবিতাটি আবৃত্তি করে এবং অন্যজন গান পরিবেশন করে। অনুষ্ঠানটির প্রধান অতিথি ফজলে হাসান বাদশা সিআরপিকে দুইটি হুইল চেয়ার উপহার দেন। অনুষ্ঠান শেষে তারা সিআরপি- রাজশাহী পরিদর্শন করতে যান এবং সেখানে গিয়ে নাম ফলক উন্মোচন করেন।

সিআরপিতে স্বরস্বতী পূজা উদ্‌যাপন

সিআরপি নার্সিং কলেজ, বাংলাদেশ হেলথ প্রফেশন্‌স ইনস্টিটিউট, সিআরপির স্টাফ এবং ছাত্রছাত্রীবৃন্দ সিআরপি প্রাঙ্গনে ১৩ ফেব্রুয়ারী ২০১৬ স্বরস্বতী পূজা উদযাপন করেছে। সকাল ৯:৩০ মিনিটে পূজা শুরু হয়ে দুপুর ১২:৩০ মিনিটে শেষ হয়। কপালে তিলক লাগিয়ে আয়োজকরা সবাইকে অনুষ্ঠানে বরন করে নেয়। হিন্দু ধর্মমতে স্বরস্বতী হলো শিক্ষার দেবী। হিন্দু কর্মচারী ও ছাত্রছাত্রীরা স্বরস্বতী দেবীকে পূজা অর্চনা করেন।

তারপর সবার মাঝে প্রসাদ বিতরন করা হয়। সন্ধ্যায় সিআরপির রেডওয়ে হলে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০১৬

সিআরপির উইলিয়াম এন্ড মেরী টেইলর স্কুল, ২০১৬ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করে। তারা শহীদ মিনারে পুস্প অর্পণ এবং প্রভাত ফেরীর মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শুরু করে। স্কুলের শিক্ষকরা একটি ছোট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সব শিক্ষার্থীরা চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগীতা, কবিতা, গান, বক্তব্য এবং নাচে অংশগ্রহণ করে। সিআরপি নার্সিং কলেজ এবং মাধব মেমোরিয়াল ভোকেশনাল ট্রেনিং ইন্সটিটিউটের শিক্ষার্থীরা এবং ভর্তিরত রোগীরাও প্রভাত ফেরীতে অংশগ্রহণ করেন। সবাই আনন্দের সাথে অনুষ্ঠানটি উপভোগ করে।

মহিলাদের হুইলচেয়ার বাস্কেটবল ক্যাম্পের উদ্বোধন

আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটির সহায়তায় সিআরপি মহিলাদের হুইলচেয়ার বাস্কেটবল দল এর সূচনা করে। ২০১৬ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি, আইসিআরসি বাংলাদেশের হেড অব ডেলিগেশন ক্রিস্টিয়ান ক্রিপলা সিআরপি-সাভারে মাসব্যাপী মহিলা হুইলচেয়ার বাস্কেটবল ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন। তার সাথে আইসিআরসির অন্যান্য কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানে আরও

উপস্থিত ছিলেন সিআরপির প্রতিষ্ঠাতা ও সমন্বয়কারী ভেলরি এ টেইলর, নির্বাহী পরিচালক শফিকুল ইসলাম, রিহ্যাবিলিটেশন ম্যানেজার মঞ্জুরুল করিম এবং ক্রীড়া প্রশিক্ষকরা । উদ্বোধন শেষে তারা সিআরপি'র প্রসথেটিক্স এবং অর্থোটিক্স বিভাগ পরিদর্শন করেন।

সিআরপির উন্মুক্ত দিবস ২০১৬

১১ মার্চ ২০১৬ সাভারে সিআরপির বার্ষিক উন্মুক্ত দিবস পালন করা হয়। এ দিনে সিআরপি সবার জন্য তাদের দরজা খুলে দেয় এবং স্বাগতম জানায় সিআরপির দর্শনার্থীদের, শুভানুধ্যায়ীদের এবং সহযোগীদের। সকাল ১০টায় রেডওয়ে হলে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্য দিয়ে দিনের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। সমাজ সেবা মন্ত্রনালয়ের মাননীয় সচিব চৌধুরী মোঃ বাবুল হাসান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সভাপতির আসনে ছিলেন সিআরপির প্রতিষ্ঠাতা ও সমন্বয়কারী ড. ভেলরী এ টেইলর। বিশেষ অতিথি ছিলেন জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক নাসরিন আরা সুরাত আমিন ও বরিস কেলেচেভিক, আইসিআরসি সহকারী প্রধান প্রতিনিধি। সিআরপির নির্বাহী পরিচালক মোঃ শফিকুল ইসলাম সকল অতিথিদের উদ্দেশ্যে স্বাগত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করেন। অতিথিরা তাদের বক্তব্যে পক্ষাঘাতগ্রস্থদের পুর্নবাসনের জন্য সিআরপি-কে দেশের শ্রেষ্ঠ ও অনুকরনীয় বলে প্রশংসা করেন। উন্মুক্ত দিবস সর্বসাধারনের জন্য একটি সুযোগ

তৈরী করেছে যেখানে তারা সিআরপির বিভিন্ন কার্যক্রম ও সেবা সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন। এছাড়াও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, চিত্রকলা প্রদর্শনী, পক্ষাঘাতগ্রস্থদের জন্য খেলাধুলা, র‍্যাফেল ড্র, মেলা, বাচ্চাদের এবং পরিবারের সবার জন্য বিনোদনের আয়োজন করা হয়।

হাইডেলবার্গ সিমেন্ট বাংলাদেশ লিঃ এর ২০টি হুইলচেয়ার অনুদান

হাইডেলবার্গ সিমেন্ট গ্রুপ গত ২০ মার্চ ২০১৬ সালে সিআরপিকে অনুদান হিসেবে ২০টি নতুন হুইলচেয়ার প্রদান করেছে। হাইডেলবার্গ সিমেন্ট বাংলাদেশ লিঃ এর মানব সম্পদ বিভাগের পরিচালক মোস্তাক আহমেদ এই নতুন হুইলচেয়ারগুলো সিআরপির নির্বাহী পরিচালক মোঃ শফিকুল ইসলাম এবং সিআরপির প্রতিষ্ঠাতা ও সমন্বয়কারী ড. ভেলরী এ টেইলর এর নিকট হস্তান্তর করেন। স্পাইনাল কর্ড ইনজুরীতে আক্রান্ত রোগীদের জন্য যদিও এই হুইলচেয়ার সাধারনত খুব উপযোগী নয় তবে বর্হিবিভাগের জরুরী রোগীদের জন্য এবং রোগীরা যখন বাহিরে যায় তখন ব্যবহারের জন্য উপযোগী। এই হস্তান্তর অনুষ্ঠানে হাইডেলবার্গ সিমেন্ট এর আরও দুই জন কর্মকর্তা এম. এ রশিদ জোয়ারর্দার ও মোহাম্মদ আলমগীর জনাব মোস্তাক আহমেদ এর সাথে ছিলেন। সিআরপির প্রতিটি সাব-সেন্টার দুইটি করে হুইলচেয়ার পাবে এবং বাকিগুলো সিআরপি-সাভার এ রাখা হবে। সিআরপি সর্বদা অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সাথে এই ধরনের উপহার গ্রহন করে থাকে।

মার্কস এন্ড স্টার্ট অভিজ্ঞতা বর্ণনা অনুষ্ঠান ২০১৬

পক্ষাঘাতগ্রস্তদের পুর্নবাসন কেন্দ্র (সিআরপি) ও মার্কস এন্ড স্পেন্সার ১৫ মার্চ ২০১৬ তারিখে সিআরপি গনকবাড়ীতে মার্কস এন্ড স্টার্ট প্রজেক্টের অধিনে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। আমন্ত্রিতদের রেজিষ্ট্রেশনের মধ্য দিয়ে মার্কস এন্ড স্টার্ট অভিজ্ঞতা বর্ণনা অনুষ্ঠান ২০১৬ এর সূচনা ঘটে। মার্কস এন্ড স্পেন্সার এর কর্মকর্তা, তাদের সহযোগী ফ্যাক্টরী ব্যবস্থাপক ও কর্মচারী, মার্কস এন্ড স্টার্ট প্রকল্পের প্রশিক্ষনার্থী সিআরপি মহিলা পুনর্বাসন কেন্দ্র এবং সিআরপির কর্মকর্তারা এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহন করেন। মার্কস এন্ড স্পেন্সার এর কান্ট্রি ডিরেক্টর স্বপ্না

ভৌমিক অত্যন্ত সুন্দরভাবে তার স্বাগত বক্তব্য উপস্থাপন করার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান আরম্ভ করেন। সিআরপির প্রতিষ্ঠাতা ও সমন্বয়কারী ড. ভেলরী এ টেইলর, সিআরপির কার্যনির্বাহী পরিচালক মোঃ শফিকুল ইসলাম, মার্কস এন্ড স্পেন্সার এর সিনিয়র সোশাল কমপ্লায়েন্স অফিসার মোঃ মিজানুর রহমান এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। মার্কস এন্ড স্টার্ট এর চার জন প্রাক্তন প্রশিক্ষনার্থী যারা এখন বিভিন্ন ফ্যাক্টরীতে কর্মরত তারা তাদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। পরবর্তীতে মার্কস এন্ড স্টার্ট প্রকল্পের দশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

সিআরপির কর্মকর্তারা "ভিন্ন রোমিও এন্ড জুলিয়েট" নাটকে

শেক্সপীয়র এর ৪০০ তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ব্রিটিশ কাউন্সিল, ইউকে এর গ্রে থিয়েটার কোম্পানী ও ঢাকা থিয়েটার এর যৌথ প্রযোজনায় শিল্পকলা একাডেমীতে শেক্সপীয়র এর রোমিও এন্ড জুলিয়েট নাটকটি মঞ্চস্থ করে। এই নাটকে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের তরুন প্রতিবন্ধী নাট্যকর্মীদের তুলে ধরা হয়। গ্রে থিয়েটার কোম্পানীর শিল্প নির্দেশক জেনি স্যালী এবং ঢাকা থিয়েটারের নাসিরউদ্দীন ইউসুফ এর নেতৃত্ব দান করেন।

২৮শে মার্চ ২০১৬ এই নাটকের প্রিমিয়ার হয়। সিআরপির তিন জন হুইলচেয়ার ব্যবহারকারী কর্মচারী (মহুয়া আক্তার মুক্তা, পারভিন আক্তার ও মোহাম্মদ মনির হোসেন শিকদার) বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেন। এই নাটকটি দর্শকদের আমূল সাড়া পেয়েছে যার ফলশ্রুতিতে ব্রিটিশ কাউন্সিল নাটকটি বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা শহর ও পৃথিবীর সাতটি দেশ এ মঞ্চস্থ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করছে।

টেসকো প্রজেক্ট পুণর্মিলনী অনুষ্ঠান

পক্ষাঘাতগ্রস্তদের পুনর্বাসন কেন্দ্র (সিআরপি) টেসকো-র সাথে ২৯ মার্চ, ২০১৬ সিআরপি-মিরপুরে একটি আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অতিথিদের রেজিস্ট্রেশনের পর সংক্ষিপ্ত একটি আলোচনা হয় এবং পরে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। টেসকো প্রোজেক্ট প্রতিবন্ধী ও সুবিধাবঞ্চিতদের সিআরপিতে ভোকেশনাল ট্রেনিং ও টেসকো সোর্স ফ্যাক্টরীতে চাকরীর ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে তাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্র তৈরী করছে। টেসকোর সিনিয়র ম্যানেজার মাসুদা বেগম তার স্বাগত বক্তব্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করেন। সিআরপির ভোকেশনাল ট্রেনিং কোঅর্ডিনেটর রমেশ চন্দ্র হালদার প্রকল্পের বিস্তর বর্ণনা করেন। এছাড়াও তিনজন সাবেক প্রশিক্ষণার্থী তাদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। সিআরপি'র নির্বাহী পরিচালক মোঃ শফিকুল ইসলাম তার সমাপনী বক্তব্য রাখেন। ১৩ টি ফ্যাক্টরীর প্রতিনিধি ও কিছু কর্মচারী এই অনুষ্ঠানে অংশ নেয়।

একাত্তর ফাউন্ডেশনের ড. ভেলরি এ টেইলর-কে সংবর্ধনা প্রদান

সিআরপির প্রতিষ্ঠাতা ও সমন্বয়কারী ড. ভেলরী এ টেইলর-কে ৩০ মার্চ ২০১৬ তারিখে একাত্তর ফাউন্ডেশন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারন ও বাস্তবায়নে অবদানের জন্য বিশেষ সম্মান প্রদান করে। বাংলাদেশ শিশু একাডেমী প্রাঙ্গনে ৩০ মার্চ এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ভেলরীর সাথে আরও দশজন নারীকে এই সম্মাননা দেওয়া হয়। বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বানিজ্য মন্ত্রী তোফায়েল

আহমেদ অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকার ও মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল (অবঃ) শওকত আলী এবং শ্রদ্ধেয় সাংবাদিক আবেদ খান। একাত্তর ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান খালেদ শওকত আলী অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন। পরিশেষে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠান এর পরিসমাপ্তি ঘটে।

বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস ২০১৬

সিআরপি প্রাঙ্গনে ২রা এপ্রিল ২০১৬ বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস উদযাপন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে একটি র‍্যালী সিআরপি-র অর্ভ্যথনা থেকে শুরু করে সিআরপি প্রাঙ্গন প্রদক্ষিণ করে আবার অর্ভ্যথনায় এসে শেষ হয়। এই র‍্যালীতে অটিস্টিক শিশু, তাদের অভিভাবক, শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ও সিআরপির থেরাপিস্টরা অংশ গ্রহন করেন। সিআরপির প্রতিষ্ঠাতা ও সমন্বয়কারী ড. ভেলরী টেইলর উক্ত র‍্যালীতে উপস্থিত ছিলেন। বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী-র অনুষ্ঠানে সিআরপির উইলিয়াম ও মেরী টেইলর স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ ও অটিস্টিক শিশুরা অংশ গ্রহন করেন। সিআরপি মিরপুর এবং সিআপির অন্যান্য বিভাগীয় শাখা গুলোতে র‍্যালী, সেমিনার ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই দিবস উদযাপন করা হয়।

সিআরপির সাথে বার্জার পেইন্টস এর একদিন

এই বছর বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিঃ তাদের সমাজ সেবামূলক কর্ম দিবস সিআরপির সাথে ০৯ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে পালন করেছে। বার্জার এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক সহ প্রায় শতাধিক কর্মকর্তা কর্মচারী সিআরপি পরিদর্শন করেন। উইলিয়াম ও মেরী টেইলর স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিবসের সূচনা হয়। পরে বার্জার এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক রুপালী চৌধুরী সিআপির প্রিন্টিং প্রেসের ডাই কাটিং মেশিন কেনার জন্য তিন লক্ষ টাকার একটি চেক হস্তান্তর করেন। উল্লেখ্য সিআরপির একটি আয়ের উৎস হলো এই প্রিন্টিং প্রেস। সকল বিভাগ পরিদর্শন শেষে সিআরপির উইলিয়াম ও মেরী টেইলর স্কুল এবং শিশু বিভাগের বাচ্চাদের সাথে তারা সবাই মধ্যাহ্ন ভোজ করেন।

ইন্ডাষ্ট্রিয়াল সুইং মেশিন অনুদান

১৮ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে কেনপার্ক বাংলাদেশ প্রাঃ লিঃ এবং কর্ণফুলী এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন দক্ষিণ পতেঙ্গা, চট্রগ্রাম সিআরপি কে ১৫ টি ইন্ডাষ্ট্রিয়াল সুইং মেশিন অনুদান হিসাবে প্রদান করেছে। এই মেশিন গুলো সিআরপি-গনকবাড়ীর মহিলা পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিচালিত মার্কস এন্ড স্টার্ট প্রকল্পের প্রশিক্ষনার্থীদের জন্য প্রদান করা হয়েছে। এই হস্তান্তর অনুষ্ঠানটি গত ১৮ এপ্রিল ২০১৬ সিআরপির সাভার কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সিআরপির প্রতিষ্ঠাতা ও সমন্বয়কারী ড. ভেলরী এ টেইলর, সিআরপির নির্বাহী পরিচালক মোঃ শফিকুল ইসলাম, মার্কস এন্ড স্পেন্সার এর সিনিয়র সোশাল কমপ্লায়েন্স ম্যানেজার মোঃ খলিলুর রহমান, মানব সম্পদ বিভাগীয় প্রধান মোঃ আনোয়ার ওয়াহিদ, মানব সম্পদ কর্মকর্তা কেনপার্ক বাংলাদেশ প্রাঃ লিঃ উপস্থিত ছিলেন। রমেশ চন্দ্র হালদার, সিআরপির ভোকেশনাল ট্রেনিং কোঅর্ডিনেটর এবং নুপুর গোম্জ, প্রোগ্রাম এসিসটেন্ট, মার্কস এন্ড স্টার্ট প্রজেক্ট সিআরপি, উক্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।

বাচাও এর পক্ষ থেকে সেলাই মেশিন ও হুইল চেয়ার অনুদান

১১ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ আমেরিকান চ্যারিটেবল অর্গানাইজেশন (BACHAO) অনুদান হিসেবে ২০ টি সেলাই মেশিন ও ২০ টি হুইল চেয়ার সিআরপির অর্থনৈতিকভাবে অসচ্ছল রোগীদের মাঝে বিতরন করেন। স্পাইনাল কর্ড ইনজুরীতে আক্রান্ত রোগীরা সিআরপি ভোকেশনাল ট্রেনিং ইন্সটিটিউট থেকে ছয় মাসের প্রাথমিক টেইলরিং এন্ড ড্রেস মেকিং প্রশিক্ষণ শেষ করে উক্ত সেলাই মেশিনগুলো গ্রহন করে। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ এবং সেলাই মেশিনগুলোর সাহায্যে তারা তাদের জীবিকা নির্বাহ করতে সক্ষম হবে। যে সমস্ত স্পাইনাল কর্ড ইনজুরীতে আক্রান্ত রোগীদের নিজেদের জন্য হুইল চেয়ার ক্রয় করার সামর্থ নেই তাদের মাঝে হুইল চেয়ার বিতরন করা হয়।

রানা প্লাজার ৩য় স্মৃতিচারন দিবস

তিন বছর আগে ২৪ এপ্রিল একটি ঘটনা সারা পৃথিবীকে নাড়িয়ে দিয়েছিল; রানা প্লাজা ট্র্যাজেডি। এই বছর ঠিক একই দিনে সিআরপি এবং জিআইজেড মিলিতভাবে রানা প্লাজার ৩য় স্মৃতিচারন দিবস পালন করে। অনুষ্ঠানের মূল বিষয়বস্তু ছিল সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য উদ্দত করা। অনুষ্ঠানটি শুরু হয় রানা প্লাজা ধসে বেঁচে যাওয়াদের চমৎকার নাচের মধ্য দিয়ে। পরে সিআরপির নির্বাহী পরিচালক মোঃ শফিকুল ইসলাম সকল অতিথিদের অর্ভ্যথনা জানান।

উক্ত অনুষ্ঠানে সমাজ কল্যান মন্ত্রনালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক নাসরিন আরা সুরাত আমিন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অফ দি রেড ক্রস এর প্রধান প্রতিনিধি ইখতিয়ার আসলানভ এবং বিজিএমই এর সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ফারুক হাসান উপস্থিত ছিলেন। মোহাম্মদ মনজুরুল করিম, প্রকল্প ব্যবস্থাপক ইনক্লুসিভ জব সেন্টার এবং মোহাম্মদ মোরশেদুল কাদের, পরিচালনা ব্যবস্থাপক (এহেড) রানা প্লাজা ধসে বেচে যাওয়াদের বর্তমান পরিস্থিতি সর্ম্পকে একটি গবেষনামূলক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। এছাড়াও বেটিনা সুমিদত, সিনিয়র এডভাইজার ও টিম লিডার, প্রমোশন অব সোশাল এন্ড এনভারমেন্টাল স্ট্যান্ডার্ড ইন দি ইনডাসট্রি, তার "ব্রিজিং দি গ্যাপ থ্রো ইনক্লুসিভ জব সেন্টার" বিষয়ে বক্তব্য তুলে ধরেন।

সব শেষে গার্মেন্টস কর্মীদের নিরাপত্তামূলক বিষয়াদি নিয়ে একটি মুক্ত আলোচনা হয়। সভার সদস্যরা উপস্থিতদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। রানা প্লাজা ধসে বেঁচে যাওয়া যারা এখন পুনরায় গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীতে যোগ দিয়েছেন তারা তাদের অভিজ্ঞতা এবং বর্তমান অবস্থা সবার সাথে শেয়ার করেন। তারা এখনও রানা প্লাজা ধ্বসের দিনটির কথা স্মরন করে ভয়ে আৎকে উঠেন। তাদের মনোসামাজিক কাউন্সেলিং প্রয়োজন।

ডিবিবিএল এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর

সিআরপি ইন্টারনেটের মাধ্যমে রোগীদের সাক্ষাতের সময় ও মূল্য পরিশোধের ব্যবস্থা প্রণয়নের পরিকল্পনা গ্রহন করেছে। এরই অংশ হিসেবে ডাচ বাংলা ব্যাংক এর সাথে পেমেন্ট গেটওয়ে সার্ভিস বিষয়ে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। সিআরপি কনফারেন্স কক্ষে ২৭ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে উক্ত চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়। সিআরপির কার্যনিবাহী পরিচালক মোঃ শফিক-উল ইসলাম এবং ডাচ বাংলা ব্যাংকের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও বিভাগীয় প্রধান রিটেল এন্ড ই-ব্যাংকিং, মোঃ কামরুজ্জামান চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। ব্যাংকের সাভার শাখার ম্যানেজার ও সিনিয়র সহকারী ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ দস্তগীর সহ কয়েক জন ব্যাংক কর্মকর্তা ও সিআরপি'র কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। পরিশেষে স্পাইনাল কর্ড ইনজুরীতে আক্রান্ত রোগীদের সফল জীবনী সংবলিত একটি বই মোঃ শফিকুল ইসলাম জনাব মোঃ কামরুজ্জামান-কে উপহার স্বরুপ প্রদান করেন।

ড. ভেলরি টেইলর এর রেড ক্রিসেন্ট এ্যাওয়ার্ড-২০১৬ অর্জন

"সবার জন্য সবখানে" স্লোগানের মধ্য দিয়ে ৮ ই মে, ২০১৬ বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি ১৫০ তম বিশ্ব রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট দিবস পালন করেছে। দিবসটি সফল করার জন্য বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ অডিটোরিয়ামে

একটি আলোচনা সভা এবং রেড ক্রিসেন্ট পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠান আয়োজন করে। বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির ভাইস চেয়ারম্যান প্রফেসর ডা. হাবিবা মিল্লাত, এমপি, সভাপতি এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন সরাষ্ট্র মন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল। তারা তাদের বক্তব্য সবার সামনে তুলে ধরেন।

আর্ত মানবতার সেবায় বিশেষ অবদানের জন্য সিআরপির প্রতিষ্ঠাতা ও সমন্বয়কারী ভেলরী এ টেইলর-কে এই বছর বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি রেড ক্রিসেন্ট এ্যাওয়ার্ড প্রদান করে। দেশের বাহিরে থাকায় ভেলরীর পক্ষ থেকে মোঃ শফিকুল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক, সিআরপি, এই পুরস্কারটি গ্রহন করেন।

সিআরপিতে বিশ্ব নার্সিং দিবস ২০১৬ উদ্‌যাপন

ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল হলেন নার্সিং সেবার উদ্ভাবক। তাই প্রতি বছর সারা বিশ্ব ১২ ই মে তার জন্মদিনটিকে বিশ্ব নার্সিং দিবস হিসেবে পালন করে আসছে। সিআরপি নার্সিং কলেজ নানা রকম আয়োজনের মধ্য দিয়ে এই দিবস পালন করেছে। একটি চমৎকার র‍্যালির মধ্য দিয়ে দিবসের কার্যক্রম শুরু হয় এবং পরে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন মনিরা খানম, ডেলটা মেডিক্যাল কলেজের নার্সিং সুপারিনটেনডেন্ট, মেজর ডালিয়া হোসেন, সাবেক অধ্যক্ষ প্রাইম ব্যাংক নার্সিং কলেজ, ডা. সাঈদ উদ্দিন হেলাল, সিআরপির মেডিকেল সার্ভিস উইং এর প্রধান এবং মোঃ নাসিরুল ইসলাম ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল, বিএইচপিআই-সিআরপি উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সিআরপি নার্সিং কলেজের অধ্যক্ষ রুনু চৌধুরী অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করেন। "চিকিৎসা সেবায় নার্সিং এর গুরুত্ব এবং তাদের দায়িত্ব"- এটি ছিল উপস্থিত সবার আলোচনার বিষয়বস্তু। কেক কেটে নাইটিঙ্গেলের জন্মদিন পালন করা হয়। পরে ক্যাপিং ও শপথ গ্রহন অনুষ্ঠান হয়। সবশেষে একটি মনোরম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

সিআরপিতে প্রথম মৌমাছি পালন প্রকল্প

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সিআরপি প্রথম বারের মত মৌমাছি পালন প্রকল্প হাতে নিয়েছে। যুক্তরাজ্য থেকে আগত একজন স্বেচ্ছাসেবক টিম এলান এই প্রজেক্টের পরিকল্পনা প্রদান করেন। মৌমাছি চাষ যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের একটি আয়ের উৎস হতে পারে এই ধারনা দেন। তার উদ্যোগ, সহযোগিতা ও দিক নির্দেশনায় বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অফ এগ্রিকালচার (BIA) থেকে প্রশিক্ষক এনে সিআরপির কিছু কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন যেন তারা ভবিষ্যতে রোগীদের প্রশিক্ষণ দিতে পারেন। এই প্রশিক্ষণটি পাঠ্যভিত্তিক, অনুশীলনভিত্তিক ও মাঠভিত্তিক এই তিন ভাবে দেওয়া হয়।

২৪শে মে ২০১৬ তারিখে সিআরপির প্রশিক্ষকরা ১০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি নিয়ে তাদের প্রথম মৌমাছি পালন প্রশিক্ষণ শুরু করে। এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ৭ দিন ব্যাপী হয়। প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে প্রশিক্ষণার্থীরা মৌমাছি সংরক্ষণ, মধু আহরন, প্যাকেটজাত করা এবং কোথায় বিক্রয় করা যায় ইত্যাদি বিষয়াদির উপর শিক্ষা নিয়েছেন। প্রশিক্ষণ শেষে প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে সিআরপির পক্ষ থেকে একটি করে মৌমাছি বাক্স প্রদান করা হয় যেন তারা বাড়িতে ফিরে নিজেরা মৌমাছি পালন শুরু করতে পারে।

শের-এ-বাংলা এ কে ফজলুল হক ফাউন্ডেশন কর্তৃক সিআরপির নির্বাহী পরিচালককে সম্মাননা প্রদান

বাংলাদেশের জাতীয় বীর শের-এ-বাংলা এ কে ফজলুল হক এর ৫৪তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে শের-এ-বাংলা এ কে ফজলুল হক ফাউন্ডেশন ২৬শে মে ২০১৬ তারিখে জাতীয় প্রেসক্লাব অডিটোরিয়ামে একটি আলোচনা সভা ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন সৈয়দ মার্গুব মোর্শেদ প্রাক্তন সচিব এবং প্রধান উপদেষ্টা শের-এ-বাংলা এ কে ফজলুল হক ফাউন্ডেশন।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ১৪ জন গুনীজনকে তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে সামাজিক অবদানের জন্য সম্মানিত করা হয় যাদের মাঝে শিক্ষক, ব্যাংক কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী, চিকিৎসক, কবি ও সমাজসেবী রয়েছেন। সিআরপির নির্বাহী পরিচালক মোঃ শফিকুল ইসলামকে সমাজসেবায় তার বিশেষ অবদানের জন্য সমাজসেবী হিসেবে সম্মানিত করা হয়।

সিআরপির সাথে ডিক্যাথলন গ্রুপের এক দিন

বিশ্বের অন্যতম স্পোর্টস রিটেলার কোম্পানী ডিক্যাথলন গ্রুপ সিআরপির বিশেষ জিমনেসিয়ামের ব্যায়াম সামগ্রীর ব্যয়ভার বহন করেছেন। ১লা জুন ডিক্যাথলন গ্রুপ এর ৪৫ জন কর্মকর্তা সিআরপিতে আসেন তাদের বিশেষ দিন উদ্‌যাপনের জন্য। তারা সর্বপ্রথম সিআরপির বিশেষ জিমনেসিয়াম (ব্যায়ামাগার) ঘুরে দেখেন। তারপর তারা রোগীদের সাথে হুইলচেয়ার বাস্কেটবল ও ভলিবল খেলার মাধ্যমে সুন্দর সময় কাটান। তারা রোগীদের জন্য অনেক চকলেট ও টি-শার্ট নিয়ে এসেছিলেন।

সিআরপির ভোকেশনাল প্রশিক্ষণার্থীদের আইটি প্রতিযোগীতা বিজয়

বাংলাদেশের প্রথম "প্রতিবন্ধী যুবাদের জন্য জাতীয় আইটি প্রতিযোগীতা" ১৪ জুন ২০১৬ তারিখে এশিয়া প্যাসিফিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ সরকারের আইসিটি বিভাগ ও জাতীয় কম্পিউটার কাউন্সিল যৌথভাবে এই প্রতিযোগীতার আয়োজন করে। চার শ্রেনীর প্রতিবন্ধী (শারিরিক, দৃষ্টি, বাক ও অটিস্টিক) ব্যক্তিরা এতে অংশ নেয়।

সিআরপির পাঁচ জন কম্পিউটার প্রশিক্ষণার্থী এতে অংশ নেয় যাদের মাঝে মোঃ খালিদ হোসেন ও মোঃ শরিফুল ইসলাম শারিরিক প্রতিবন্ধী শ্রেনীতে যথাক্রমে ২য় ও ৩য় স্থান অর্জন করে। তারা ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট, পেন ড্রাইভ ও যথাক্রমে ৩০,০০০ ও ২০,০০০ টাকা পুরষ্কার পায়।

বাংলাদেশ আইসিটি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ আইসিটি ডিভিশনের সচিব, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর কার্যনির্বাহী ব্যবস্থাপক, সূচনা ফাউন্ডেশনের সাধারন সম্পাদক ও ভাইস চেয়ারম্যান, এশিয়া প্যাসিফিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, নির্বাহী পরিচালক সিএসআইডি এবং আরও অনেক বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এই প্রতিযোগীতার সেরা চার জন বিজয়ী আগামী নভেম্বর মাসে চীন দেশে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া আন্তর্জাতিক প্রতিযোগীতায় অংশ নিতে পারবেন।

সিআরপির রোগীদের জন্য ত্রৈমাসিক ক্রীড়া প্রতিযোগীতা

স্পাইনাল কর্ড ইনজুরীতে আক্রান্ত রোগীদের জন্য ৫ই জুন ২০১৬ তারিখে সিআরপি একটি ত্রৈমাসিক ক্রীড়া প্রতিযোগীতার আয়োজন করে। খেলাধুলার মধ্য দিয়ে পরিবর্তন এটাই ছিল অনুষ্ঠানের মূলমন্ত্র। সকল রোগী এবং তাদের তত্ত্বাবধায়করা অত্যন্ত উৎসাহের সাথে এই প্রতিযোগীতায় অংশ নেয়।

তারা মিউজিকাল পিলো, ডার্ট থ্রোয়িং, হুইলচেয়ার রেস, লং ট্রলী, সেন্ট্রাল বল থ্রোয়িং, বেলুন খেলা সহ আরও অনেক মজার মজার খেলায় অংশ নেয়। এই প্রতিযোগীতাটি ইন্টারন্যাশনাল ইন্সপিরেশন এর অ্যাকসেস্ এন্ড এমপাওয়ারমেন্ট প্রজেক্ট এর সহযোগীতায় আয়োজন করা হয়। পরিশেষে সকল বিজয়ীদের মাঝে পুরষ্কার বিতরন করা হয়।

সিডাব সদস্যদের ঈদ যাপন

স্পাইনাল কর্ড ইনজুরিস ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন বাংলাদেশ [সিডাব] এর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা রইল। ২০১১ সালের ১৭ ডিসেম্বর আমরা অত্যন্ত স্বল্প পরিসরে কিন্তু একটা বড় স্বপ্ন নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলাম। সমাজে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে মেরুরজ্জুতে (Spinal Cord Injury) ক্ষতিগ্রস্থ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের একত্রিত করা, তাদের মধ্যে যোগসুত্র স্থাপন করা এবং সমাজে তাদের পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার প্রত্যয় নিয়ে শুরু হয় সেদিন সিডাবের পথ চলা।

প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর অংশ হিসাবে সিডাবের প্রতিটি সদস্য প্রতিবন্ধী মানুষের অধিকার অর্জনের লড়াইয়ে সর্বদা সচেতন এবং চেষ্টা করে চলেছে তাঁর সীমাবদ্ধ অবস্থান থেকে সেই সংগ্রামে সম্পৃক্ত থাকতে। তাই বলে কি বিনোদনের কথা ভুলে থাকা যায়! মেরুরজ্জুতে ক্ষতিগ্রস্থ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা এই সমাজেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ, তারা সংবেদনশীলও। জীবনে আমাদের নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আজ উপযুক্ত পরিবেশ, শিক্ষা, পুনর্বাসন এবং কর্মসংস্থানের অভাবে নানা বঞ্চনার শিকার হতে হয়। তবে সাধ্যের ভেতর যতটুকু বিনোদনের আয়োজন করা যায়, সেটা অবশ্যই আশাব্যঞ্জক ও বিরাট অনুপ্রেরণা।

গত ২ অক্টোবর ২০১৫ সালের ঈদ পূনর্মিলনী তথা মিলন মেলার আয়োজন ছিল স্পাইনাল কর্ড ইনজুরিস ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন বাংলাদেশ [সিডাব] এর জন্য একটি মাইল ফলক। খুবই স্বল্প সময়ের প্রস্তুতিতে এই মিলন মেলার আয়োজন। ২১শে সেপ্টেম্বর ১৫ তারিখে আমরা কার্যনির্বাহী পরিষদ (ইসি বডি) একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, ঈদ পূনর্মিলনী আমরা করতে চাই তবে সবাইকে সংগে নিয়ে, অর্থায়ানে আমাদের স্বতঃস্ফুর্ত চাঁদার কথাটি বেশ জোরেশোরেই আলোচনায় চলে আসে। মাত্র ১০ দিনের ব্যবধানে শুরু হল মিলন মেলা আয়োজনের পূর্ণ প্রস্তুতি। এক্ষেত্রে দায়িত্ব বন্টনে কাগজে কলমে শুধু ইসি সদস্যগনকে সম্পৃক্ত করা হয়, তবে সকল সাধারণ সদস্যগণের স্বতঃস্ফুর্ত সহযোগিতা ছিল অভূতপূর্ব। প্রস্তুতিপর্বে সকলকে সরাসরি সম্পৃক্ত না করতে পারার দ্বায়ভার আমি সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে গ্রহণ করছি। ইনশাল্লাহ, আগামীতে আমরা সকল কাজে সবাইকে সংগে নিয়েই পথ চলব।

প্রায় শতার্ধের উর্ধ্বে উপস্থিত সিডাব পরিবারের সদস্যদেরকে নিয়ে অনুষ্ঠানটাকে দুই পর্বে সাজানো হয়েছিল। প্রথম পর্ব মানে সকালের আনুষ্ঠানিকতা ছিল কিছুটা ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ, সাংগঠনিক বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা। সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার অনিল কুমার ভৌমিকের স্বাগত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর আমি সিডাবের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে বর্তমান কার্যক্রম এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরি। পরবর্তিতে আমাদের সম্মানিত অতিথি কুইন্স ইউনিভার্সিটি, কানাডার ডিজেনানা জালোভিক এবং ডারকো কোরজনারিক ছাড়াও প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি জনাব ইঞ্জিনিয়ার আবু তালেব তাদের জ্ঞানগর্ভ এবং দিকনির্দেশনাপূর্ণ বক্তব্য তুলে ধরেন। ইঞ্জিনিয়ার আবু তালেব সিডাবের সকল সদস্যকে একত্রে কাজ করার যে স্বপ্নের কথা বাস্তবে রূপ দেওয়ার কথা বলেছেন তা বিশেষভাবে প্রণীধানযোগ্য।

এছাড়াও ঐ দিন সিডাবকে নিয়ে গঠনমূলক বক্তব্য রেখেছেন সিডাবের সদস্য মুন্না আজিজ, বদরুল আহসান বাদশা, আনিসুর রহমান রানা, ফয়সাল রহমান এবং আতাউর রহমান হিমু ভাই। তারা তাদের বক্তব্যে সিডাবকে আগামীতে কোথায় এবং কিভাবে দেখতে চান,

তা স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। একেবারে পিনড্রপ সাইলেন্সে হলরুমে উপস্থিত সকলে তাদের গঠনমূলক সমালোচনা, সিডাবের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যত নিয়ে তাদের উপলব্ধি খুবই মনযোগ সহকারে শুনেন। উল্লেখ্য যে, বিগত তিন বছরে আমরা দু দুটো এজিএম করেছি, কিন্তু সেখানে কি পরিবেশ বিরাজমান ছিল! সেটা আমার চেয়ে সে সময়ের উপস্থিত সাধারণ সদস্যরাই ভাল জানেন।

সিডাব প্রতিষ্ঠার পর মনে হয় এই প্রথম সকলে প্রাণখুলে তাদের মনের কথা তুলে ধরেন। ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই সকলকে আন্তরিকভাবে এই পর্বে অংশগ্রহণের জন্য। বিরতিতে যাওয়ার আগে মহিলা (ফিমেল), যুব (ইয়ুথ) এবং পুরুষ (মেন্স) ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপ সেশনের মধ্য দিয়ে সকালের পর্বটি শেষ হয়। ফিমেল গ্রুপের আড্ডাটা ছিল চোখে পড়ার মত। মার্বেল পেপারের পাতায় লেখা তাদের পয়েন্টগুলোও ছিল মার্ভেলাস, সিডাবের পথ চলার জন্য সেগুলো এখন গাইডলাইন হয়ে রইল। দুপুরের নামাজ এবং লাঞ্চের জন্য বিরতিতে ডাইনিং হলের আড্ডাটা অনেকটা পিকনিক পিকনিক আমেজ নিয়ে আসে।

লাঞ্চ বিরতির পর কৌতুক ফান, গান-বাদ্যের উচ্ছ্বাস আর আনন্দের বাঁধ ভাংগা জোয়ার এতটাই প্রবল ছিল যে, সকলে অনুষ্ঠানের শেষ আয়োজন গেম পর্বের কথা ভুলেই যাচ্ছিল। যাহোক, বিজয়ী হয়ে পুরস্কার ছিনিয়ে নিতে শেষ মুহূর্তে প্রতিযোগিতায় সকলের দোড়-ঝাপ বেশ উপভোগ্য ছিল। হুইলচেয়ার রেসিং এ কামরুল ইসলাম, সালেহ আহমেদ এবং রাফাত আল ফয়সাল ভাই বরাবরের মত তাদের শারীরিক যোগ্যতার প্রমান রেখে যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হন। মিউজিকের তালে তালে মেয়েদের পিলো পাসিং গেম ছিল ইনডোর হলে এক ঝাঁক তরুণীর মুক্ত ঝরা হাসির ঝলকানিতে ভরা উচ্ছ্বাস আর প্রাণের খেলা। বালিশের সেকি করুন হাল, সবাই যে যার মত করে ছুঁড়ে ফেলছেন। সবাইকে অবাক করে এই খেলায় ক্যারেন প্রথম, মিসেস রাফাত (আঁখি ভাবি) দ্বিতীয় এবং চাঁদের কনা তৃতীয় হন। অভিনন্দন রইল গেম পর্বে সকলকে অংশগ্রহণের জন্য।

র‍্যাফেল ড্র তে নুর এ কামাল রনি ভাই প্রথম হলেও, সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার অনিল কুমার ভৌমিক দ্বিতীয় এবং সম্মানিত অতিথি ডিজেনানা জালোভিকের তৃতীয় হওয়া ছিল শেষ চমক। আমি তথা সিডাব পরিবার কৃতজ্ঞ আমাদের সিনিয়র এবং প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার আবু তালেব স্যারের উপস্থিতির জন্য। তাঁর দিকনির্দেশনামূলক ও গঠনমূলক বক্তব্য সিডাবকে আরও সংঘটিত করবে এবং কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌছাতে সহায়তা করবে। অন্যদিকে মেহেরপুর থেকে আকলিমা খাতুন, বরিশাল থেকে তানিয়া তিথি, ঝিনাইদাহ থেকে রওনক জাহান উশা, যশোর থেকে হিরু মিয়া কিংবা খুলনা থেকে জামাল হোসেন ভাইদেও মত অনেকেই ঈদের ছুটিরপর ঢাকা মুখী ফিরতি জনতার চাপে টিকেট ক্রয়ের বিড়ম্বনায় অনুষ্ঠানে যোগদান করতে পারেন নাই, তাদের প্রতি রইল আমার সমবেদনা।

গুডলাক ফর নেক্সট টাইম। আনন্দিত হই, উৎসবের মাত্রা বহুগুণে ছাড়িয়ে যায় যখন দেখি সুদুর দিনাজপুর থেকে শাহজাহান ভাই, ঝালকাঠি থেকে ফয়সাল ভাই, নারায়ণগঞ্জ থেকে রিয়াজ ভাই তাঁর বড় মেয়েকে সংগে নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। আবার যখন দেখি একেবারে আমাদের নতুন সদস্য মহিউদ্দীন মুন্না ভাই সেই ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে চলে এসেছেন, তখন আমার আবেগ আর উচ্ছ্বাসকে তাঁর জায়গায় ধরে রাখতে পারি না।

আমরা আরও খুশি হতে পারতাম যদি আমাদের মাঝে আমাদের পূর্বতন সভাপতিসহ সকল সম্মানিত সদস্যগণ উপস্থিত থাকতেন। যেকোন সংকীর্নতার ঊর্ধ্বে উঠে, আমাদের মাঝে কোন ভুল বোঝাবুঝি থাকলে তা কাটিয়ে উঠে আগামীতে সবাইকে সংগে পাব এই প্রত্যাশা করি। মনে রাখতে হবে ব্যক্তির চেয়ে সংগঠন বড়। যেদিন আমরা সংগঠনকে সবার উপরে স্থান দিতে পারব, সেদিন আশা করি আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইও শেষ হবে, মেরুরজ্জুতে ক্ষতিগ্রস্থ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সেদিন আর সমাজে অবহেলিত থাকবেনা, নিশ্চয় সেদিন খুব বেশি দূরে নয়।

পরিশেষে, সুন্দর একটা পরিবেশে সফলভাবে মিলন মেলায় অংশগ্রহণের জন্য সকল সদস্যকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। ধন্যবাদ।

মেজর মোঃ জহিরুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক
সিডাব

সিআরপি'র ঈদ উদ্‌যাপন ২০১৬

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও ঈদুল ফিতর-২০১৬ উপলক্ষ্যে সিআরপিতে চিকিৎসাধীন রোগী ও তাদের সাহায্যকারীদের মধ্যে ১৩টি শাড়ী, ১৯টি লুঙ্গি এবং ১৪টি মেক্সি এবং সিআরপি গনকবাড়ী মহিলা পুনর্বাসন কেন্দ্রে প্রশিক্ষনরত ব্যক্তিদের মধ্যে ১০টি মেক্সি বিতরন করা হয়। ঈদে নতুন কাপড় পাওয়ার মাধ্যমে তারা ঈদের আনন্দ উপভোগ করেন। ঈদের দিন সাহায্যকারীসহ সকল চিকিৎসাধীন ব্যক্তিদের স্পেশাল খাবার প্রদান করা হয়।

সিআরপি জামে মসজিদে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সর্ববৃহৎ ঈদ জামাত (ঈদুল ফিতর-২০১৬) অনুষ্ঠিত হয়। জামাতে ১৪০ জন হুইলচেয়ার ব্যবহারকারী সহ প্রায় ২০০ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অংশগ্রহন করেন এবং নিজেদের, দেশ ও জাতীর কল্যাণে বিশেষ মোনাজাতে অংশগ্রহন করেন। নামাজ শেষে একে অপরের সাথে কোলাকুলির মাধ্যমে ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। নামাজ শেষে সমাজকল্যাণ ইনচার্জ মোঃ শফীউল্লাহ সাহেব নামাজে আগত প্রতিটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সাথে এবং মেডিকেল ওয়ার্ডে চিকিৎসারত ভাই-বোনদের সাথে ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

ঈদুল ফিতর-২০১৬ উপলক্ষ্যে সিআরপি'তে চিকিৎসাধীন ব্যক্তি ও প্রশিক্ষনরত ব্যক্তিদের জন্য ৩ দিন ব্যাপি ঈদ আনন্দ প্রোগ্রামের অংশ হিসাবে ঈদের দিন বিকাল ৪ টায় বাস্কেটবল খেলার আয়োজন করা হয়। ৩ জন বিদেশী বন্ধুও খেলায় অংশগ্রহন করেন এবং অসংখ্য প্রতিবন্ধী ও অপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ খেলা উপভোগ করেন। খেলা পরিচালনা করেন ফিজিওথেরাপী সহকারী মোঃ ফরহাদ। সহযোগিতায়: মোঃ শফীউল্লাহ ও শফীকুল ইসলাম (সমাজকল্যাণ বিভাগ)

ঈদের দিন বিকাল ৫ টা থেকে রাত ৯ টা পর্যন্ত সিআরপি রেডওয়ে হলে বাউল সঙ্গীত এর আয়োজন করা হয়। সাভার ও সিংগাইর (মানিকগঞ্জ) থেকে আগত ১৫ সদস্যের দল বাউল সঙ্গীত পরিবেশন করেন। অকুপেশনাল থেরাপী সহকারী মোঃ রুবেল অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। বিদেশীসহ অসংখ্য প্রতিবন্ধী ও অপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ অনুষ্ঠান উপভোগ করেন । সমাজকল্যাণ ইনচার্জ মোঃ শফীউল্লাহ শুরুতে সকলকে স্বাগত জানান এবং শেষে ধন্যবাদ দিয়ে প্রোগ্রাম শেষ করেন।

ঈদের পরদিন (০৮/০৭/১৬) বিকাল ৩ টা থেকে রাত ৭.৩০মি পর্যন্ত ঢাকা চন্দ্রিমা উদ্যান ও হাতির ঝিল এলাকায় ঈদ আনন্দ ভ্রমনের আয়োজন করা হয়। সমাজকল্যাণ ইনচার্জ এর সার্বিক পরিচালনায় এবং ঝর্ণা দেব নাথ (ভিটিআই), শফীকুল ইসলাম ও আজিম শরীফ (সমাজকল্যাণ) এবং মোঃ রুহুল (মেডিকেল ষ্টাফ) এর সহযোগিতায় ১৪ জন হুইলচেয়ার ব্যবহারকারী সহ ৪০ জন প্রতিবন্ধী ও অপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি ঈদ আনন্দ ভ্রমনে অংশগ্রহন করে ঈদ আনন্দ উপভোগ করেন।

উল্লেখ্য যে, ঝর্ণা দেব নাথ (ভিটিআই) এর পরিচালনায় রেডওয়ে হলে ঈদের ৩য় দিন (০৯/০৭/১৬) বড় পর্দায় সিনেমাও দেখানো হয়।

মোঃ শফীউল্লাহ
ইনচার্জ
সমাজকল্যাণ বিভাগ

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কথা জানাতে লিখুন

পক্ষাঘাতবার্তা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কথা বলার একটি বড় প্লাটফর্ম। আপনার বা আপনার চারপাশের যে কোন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির কথা আমাদের লিখে জানাতে পারেন। আমরা মানসম্মত যেকোনো লেখা সাদরে গ্রহণ করি। প্রতিবন্ধীতা বিষয়ক আপনার লেখাটি সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার করে লিখে নাম সহ পাঠিয়ে দিন আমাদের ঠিকানায় অথবা ই-মেইল করুন। অবশ্যই নিজ কপি রেখে লেখা পাঠাবেন।

ঠিকানাঃ
পক্ষাঘাতবার্তা
পক্ষাঘাতগ্রস্তদের পুনর্বাসন কেন্দ্র (সিআরপি)
পোঃ সিআরপি, চাপাইন, সাভার, ঢাকা- ১৩৪৩
ই-মেইলঃ **publications@crpbangladesh.org**
ফোনঃ ০১৭৩০০৫৬৬১৯

স্পাইনাল কর্ড ইনজুরিস' ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন বাংলাদেশ [সিডাব]

Spinal Cord Injuries' Development Association Bangladesh-[SCIDAB

Registered with the Department of Social Service (DSS), Reg. No-Dh-09106,

Head Office: CRP, Chapain, Saver, Dhaka-1343, Bangladesh

সিডাব

সমাজে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে উজ্জীবিত একদল মেরুরজ্জুতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ও পক্ষাঘাতগ্রস্থদের পূণর্বাসন কেন্দ্র (সিআরপি)-এর সহযোগিতায় বিগত ১৭ ডিসেম্বর ২০১১ ইং তারিখে **স্পাইনাল কর্ড ইনজুরিস' ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন-বাংলাদেশ (সিডাব)** প্রতিষ্ঠিত হয়। মেরুরজ্জুতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের একত্রিত করা, তাদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা এবং সমাজে তাদের পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠায় সিআরপি-র কর্মকান্ডকে শক্তিশালী করার প্রত্যয় নিয়ে শুরু হয় সিডাব (সিডাব)-এর পথ চলা। এটি একটি বেসরকারী অলাভজনক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন।

লক্ষ্যঃ

মেরুরজ্জুতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও অবকাঠামোগত বাঁধামুক্ত একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।

উদ্দেশ্যঃ

মেরুরজ্জুতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের একত্রিত করা এবং সম্মিলিত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং পরিবেশগত কর্মকান্ডে অংশগ্রহণে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহঃ

- √ সিডাব-এর প্রতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কর্মসূচী ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন করা।
- √ মেরুরজ্জুতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন টেকসই করার মাধ্যমে সমাজে তাদের অধিকারগুলো প্রতিষ্ঠা করা।
- √ সমাজে তথা দেশের সর্বত্র মেরুরজ্জুতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য প্রবেশগম্যতা ও চলাচলের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা যেন তারা আয়বর্ধক এবং সেবামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হয়।
- √ পরিবারে, সমাজে তথা দেশে মেরুরজ্জুতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের স্বার্থ রক্ষার্থে নীতিমালা বা বিশেষ নীতিমালা তৈরি করা।
- √ অর্থ সংগ্রহ কৌশলপত্র প্রনয়ণ ও বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে সিডাব-এর জন্য টেকসই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

সিডাব-এর কার্যক্রমঃ

১। মেরুরজ্জুতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের তথ্য সংগ্রহ এবং ডাটাবেস ব্যবস্থাপনা
২। পিয়ার সাপোর্ট
৩। সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধি
৪। মানব সম্পদ, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও আয়বর্ধকমুলক কার্যক্রমে সহায়তা করা
৫। এডভোকেসি এ্যান্ড অ্যাওয়ারনেস
৬। মেরুরজ্জুতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ফলো-আপ সভা
৭। স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য প্রদান ও উপকরণ বিতরণ
৮। হুইলচেয়ার মেরামতের ভ্রাম্যমান কারখানা/ক্যাম্প
৯। জাতীয়, অঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক এসসিআই ব্যক্তিদের সাথে নেটওয়ার্কিং
১০। চিকিৎসা ও আইনগত সহায়তা
১১। বিভাগীয় শাখা গঠণ ও উন্নয়ন
১২। খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড

মেরুরজ্জুতে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের জন্য চাই বাঁধামুক্ত সমাজ * A barrier free society for persons with SCI

Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/SCIDAB/
Facebook Page: https://www.facebook.com/scidab
Website: http://spinalinjuries-bangaldesh.com
Contact: +88-027745464-5 Ext: 492, **Cell**: 88-01970713115,
Email: scidab@crp-bangladesh.org

স্পাইনাল কর্ড ইনজুরিস' ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন-বাংলাদেশ (সিডাব)
বর্তমান ঠিকানা: পক্ষাঘাতগ্রস্থদের পূনর্বাসন কেন্দ্র (সিআরপি) চাঁপাইন, সাভার, ঢাকা-১৩৪৩
ফোন: ০২-৭৭৪৫৪৬৪-৫, এক্স: ৪৯২, মোবাইল: ০১৯৭০৭১৩১১৫
ই-মেইল: scidab@crp-bangladesh.org, web-site: www.spinalinjuries-bangladesh.com

ছবি

সদস্য পদের জন্য আবেদন ফরম

১. আবেদনকারীর নাম: ..... পিতা নাম: .....

২. মাতার নাম: ..... স্ত্রী / স্বামীর নাম: .....

৩. জন্ম তারিখ/বয়স:..... জাতীয়তা:.....

৪. জাতীয় পরিচয় পত্র নং:..... টি আই এন নং:.....

৫. **বর্তমান ঠিকানা:**.....

.....

৬. **স্থায়ী ঠিকানা:** গ্রাম ..... ডাকঘর:.....ডাকঘর কোড: .....

উপজেলা/থানা: ..... জেলা:.....

৭. মোবাইল/ ফোন নং: ..... ই-মেইল:.....

৮. নিকটতম আত্নীয়/বন্ধুর নাম:..... আত্নীয়/বন্ধুর মোবাইল ফোন:.....

৯. বৈবাহিক অবস্থা: ..... পরিবারের সদস্য সংখ্যা :.....মহিলা:.....পুরুষ: .....

বিবাহিত হলে ছেলে-মেয়ের সংখ্যাঃ..... স্কুল/কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ছেলে-মেয়ের সংখ্যা: .....

১০. শিক্ষাগত যোগ্যতা : ..... পেশা: .....

আমি .....ইং সালে মেরুরজ্জুতে আঘাতপ্রাপ্ত/ রোগাক্রান্ত হয়ে .....তারিখ হতে ..... ইং তারিখ পর্যন্ত সি.আর.পি, সাভার/ ..... তে চিকিৎসা লাভ করি/ পূনর্বাসন ট্রেনিং অর্জন করি। বর্তমানে আমি হুইলচেয়ার/ লো-হুইলচেয়ার/ ট্রাই সাইকেল/ ওয়াকিং ফ্রেম/ স্টিক/ এলবো ক্রাচ ব্যবহার করি/ কোন সাহায্য ছাড়াই হাঁটতে পারি। আমি **স্পাইনাল কর্ড ইনজুরিস' ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন-বাংলাদেশ (সিডাব)** এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে একমত হয়ে অত্র সংস্থার সকল বিধি-বিধান মেনে চলার এবং এর উন্নয়নে কাজ করার অঙ্গীকার করছি। [অপ্রয়োজনীয় অংশ কেটে দিন]

আবেদনকারী/আবেদনকারিণীর স্বাক্ষর ও তারিখ

সুপারিশকারী নির্বাহী সদস্যের স্বাক্ষর ও তারিখ

অফিস কর্তৃক পূরণীয়

নাম:..... পিতা/স্বামীর নাম্ .....

সদস্য নং..... কে তার আবেদনের প্রেক্ষিতে **এবং স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন-বাংলাদেশ (সিডাব)** এর কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক অত্র সংস্থার সদস্য পদ প্রদান করা হলো।

ধন্যবাদান্তে,

সাধারণ সম্পাদক, সিডাব

সভাপতি, সিডাব

বি:দ্র: আপনি সিডাবের প্রাথমিক সদস্য পদ গ্রহণ করতে চাইলে ফর্মটি পূরণ পূর্বক নগদ ৫০/= (পঞ্চাশ টাকা মাত্র) প্রদান ও এক কপি প্যাসপোর্ট সাইজের ছবি সংযুক্ত করতে হবে। অসম্পূর্ণ ফরম গ্রহণযোগ্য নয়।

CRP
Centre for the Rehabilitation of the Paralysed

পক্ষাঘাতগ্রস্তদের পুনর্বাসন কেন্দ্র (সিআরপি)

পো: সিআরপি-চাপাইন, সাভার, ঢাকা-১৩৪৩

পাঠক মতামত জরিপ

১. আপনি কখন থেকে নিয়মিত পক্ষাঘাত বার্তা/ স্বকণ্ঠ পড়ছেন? উ: .....

২. পক্ষাঘাত বার্তা/ স্বকণ্ঠ'র গত সংখ্যায় প্রকাশিত লেখাগুলোর মাঝে আপনি কোনগুলো পড়েছেন?

ক. ..... খ. .....

গ. ..... ঘ. .....

৩. পক্ষাঘাত বার্তা/ স্বকণ্ঠ'র গত সংখ্যার কোন লেখাটি আপনার সবচেয়ে ভালো লেগেছে এবং কেন? উঃ .....

.....

৪. আপনি কি গত এক বছর নিয়মিত পক্ষাঘাত বার্তা পেয়েছেন? (টিক দিন) [হ্যাঁ] [না]

৫. পক্ষাঘাত বার্তার সার্বিক মান আপনি কোন পর্যায়ে ফেলবেন? (টিক দিন) [সাধারণ] [ভাল] [খুব ভাল]

৬. আপনার মতে কোন বিষয় বা কোন ধরনের লেখা ছাপা হলে পক্ষাঘাতগ্রস্ত ব্যক্তিদের উপকার হবে?.....

.....

৭. পক্ষাঘাত বার্তা/ স্বকণ্ঠ'র সার্বিক মানোন্নয়নের জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে বলে আপনার ধারণা?

.....

৮. পক্ষাঘাত বার্তার মূল্য কত হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন? .....

উত্তরদাতার নাম: ..... পেশা: .....

ঠিকানা: .....

.....

.....

প্রদত্ত ফলো-আপ ফরম ও মতামত জরিপটি পূরণ করে যথাশীঘ্র পাঠিয়ে দিন আমাদের এই ঠিকানায়-

প্রকাশনা ও যোগাযোগ বিভাগ

পো: সিআরপি-চাপাইন, সাভার, ঢাকা-১৩৪৩

ই-মেইল: publications@crp-bangladesh.org

রুচি ও সৃজনশীল এবং আধুনিক ডিজাইনের এক নতুন দিগন্ত

সিআরপি-প্রিন্টিং প্রেস

আমাদের কাজ

ব্রুশিয়ার, ক্যালেন্ডার, ডায়েরী, ম্যাগাজিন, দাওয়াত কার্ড, পোস্টার, হ্যান্ডবিল, লিফ্‌লেট, ইনভেলাপ, ভিজিটিং কার্ড, প্যাড, মেমো, ভাউচার, মানিরিসিট, হাজিরা কার্ড সহ সকল প্রকার অফসেটের কাজ নিখুঁত ও সুন্দর ভাবে করা হয়।

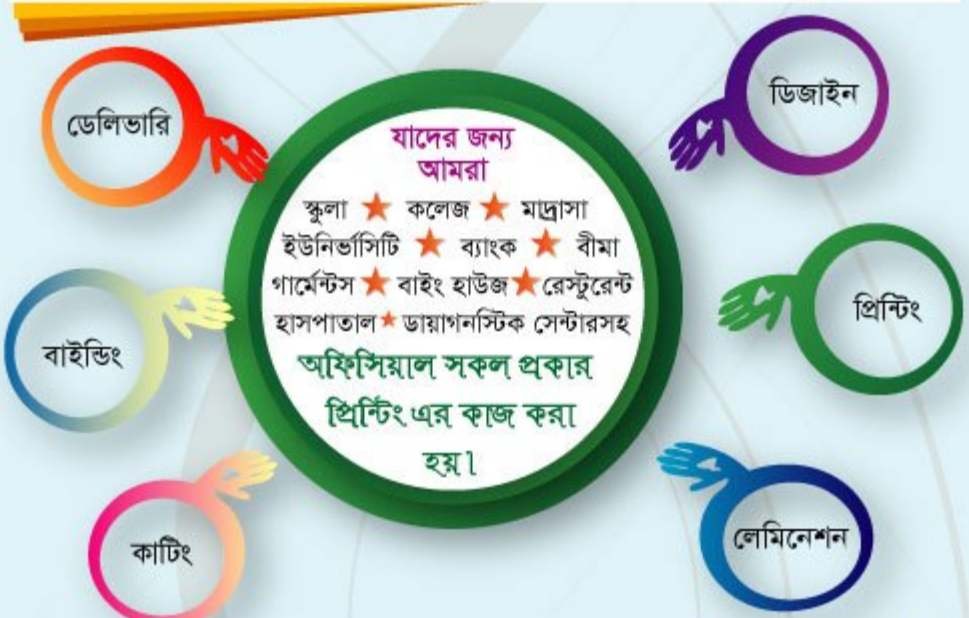

আমাদের বিশেষত্ব

- সার্বক্ষনিক ইন্টারনেট সুবিধা
- যে কোন স্থান থেকে অর্ডার এবং ডেলিভারী
- জরুরী প্রয়োজনে রেডিমেড ডিজাইন
- চমৎকার লোকেশন
- কাজের সুন্দর পরিবেশ
- ফোন, কুরিয়ার সার্ভিস ও ই-মেইল সুবিধা
- প্রতিশ্রুতি সময়ে ডেলিভারীর নিশ্চয়তা

আমারা আছি

শ্রীপুর, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা
মোবাইলঃ ০১৭৩০- ০৫৯৫১৭
০১৭২৯- ৩৮৭৩১৪
ফোনঃ+৮৮০ ২ ৭৭৮৯২২৭
ই-মেইলঃ incharge-press@crp-bangladesh.org